পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 347 Sunday, 22 November, 2026 * ৩১ বর্ষ, ৩৪৭ সংখ্যা * ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, রবিবার, ২২ নভেম্বর ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা

পুর নিয়োগে এবার সুজিতকে জিজ্ঞাসাবাদ সিবিআইয়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে জিজ্ঞাসাবাদ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। শনিবার জেল হেফাজতে থাকা সুজিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা। আদালতের কাছে জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন জানিয়েছিল সিবিআই। আদালতের অনুমতি মিলতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। সুজিত দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান থাকাকালীন বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রাক্তন মন্ত্রী টাকার বিনিময়ে চাকরি দিয়েছিলেন বা সুপারিশ করেছিলেন বলে অভিযোগ। সেই তদন্তেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিবিআই। এর আগে একই মামলায় সুজিত ঘনিষ্ঠ নিতাই দত্ত, প্রাক্তন পুরপ্রধান পাঁচু রায়, অয়ন শীলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সুজিতের নাম উঠে আসে। তারপরই ইডি মামলায় জেলে থাকা সুজিতকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চায় সিবিআই। উল্লেখ্য, ১১ মে পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে আর্থিক লেনদেনের মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন সুজিত। সেই থেকে তিনি জেলবন্দি। শুধু পুরনিয়োগ দুর্নীতি নয়, তদন্তের গভীরে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে কার্যত কেউটে বের করেন তদন্তকারীরা। একাধিক আর্থিক দুর্নীতি, ছেলের রেস্তরাঁয় একাধিক বেআইনি কাজের অভিযোগ ওঠে। সুজিত বসুকে নিয়ে ইডি আধিকারিকরা তল্লাশি চালান জায়গায় জায়গায়। এসবের জেরে বারবার তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিতের জামিন আর্জি খারিজ করেন। ইডির আইনজীবীর দাবি ছিল, তাঁকে জামিন দিলে প্রভাব খাটিয়ে প্রমাণ নষ্ট করতে পারেন। তাতে তদন্তে অসুবিধা হবে। ইডির সেই সওয়াল শুনে বিচারপতি জামিন মঞ্জুর করেননি। এরপরই সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। সেই মামলার শুনানি হলেও মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। জেলেই রয়েছেন সুজিত। এবার তাঁকে জেরা করল সিবিআই।

সিঙ্গুরে দ্রুত কাজ শুরুর ঘোষণা সুকান্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ কৃষি বনাম শিল্পের লড়াইয়ে পিছু হটতে হয়েছিল শিল্পকে। সিঙ্গুরে ন্যানো কারখানা করতে এসেও তকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণ আন্দোলনে চলে গিয়েছিল টাটা সংস্থা। প্রায় দু'দশক পেরিয়ে এখনও সিঙ্গুরের সেসব জমি আলোর মুখ দেখতে পায়নি। বহুফসলি জমি এখন বন্ধ্যা। না শস্য ফলেছে, না শিল্প হয়েছে। কিন্তু এবার সেই ক্ষততে প্রলেপ পড়তে চলেছে। আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সিঙ্গুরে শিল্পের দরজা খুলবে। এবার তা নিশ্চিত করে দিলেন সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শনিবার আইআইটি, খড়গপুরে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান শেষে বেরিয়ে সিঙ্গুরে ভারী শিল্পের কথা বললেন তিনি। সুকান্ত মজুমদার বলেন, ' শিল্পে আজ তাইওয়ান

এর পর ৬ পাতায়-

খড়গপুর আইআইটি থেকে বামেদের কাঠগড়ায় তুলে পুরনো ইতিহাস মনে করালেন মোদি

সেমিকন্ডাক্টর কারখানা ভারতে আসতে গিয়েও ফেরত গিয়েছিল!

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ২১ নভেম্বর ঃ প্রায় পাঁচ দশক আগে ভারতে সেমিকন্ডাক্টর চিপ তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। বিদেশি সংস্থাও এ দেশে কারখানা গড়ার আগ্রহ দেখিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। আর তার জন্যই বামপন্থীদের দিকে আঙুল তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার খড়গপুর আইআইটি-তে দাঁড়িয়ে বাংলার শিল্পায়নের অতীত প্রসঙ্গ টেনে বামেদের তীব্র আক্রমণ করলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, লাল ঝান্ডা দেখিয়ে সেই সময় সংস্থাগুলিকে ভারত থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। আর তার ফলেই কয়েক দশক পিছিয়ে পড়ে দেশের সেমিকন্ডাক্টর শিল্প। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাংলার শিল্পায়নের ইতিহাস, বাম আমলের নীতি এবং বর্তমান সময়ে রাজ্যে বিনিয়োগের পরিস্থিতি-সব কিছুই তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। খড়গপুর আইআইটির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ইতিহাসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এসেছিল। কিন্তু সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় ভারত সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। বিশেষ করে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের প্রসঙ্গে বামেদের নিশানা করেন তিনি। মোদির কথায়, ৫০ বছর আগেই সেমিকন্ডাক্টর চিপ তৈরির জন্য ভারতে কোম্পানি এসেছিল। কিন্তু লাল ঝান্ডা দেখিয়ে তাদের ভাগিয়ে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সেই সময় যদি ওই সংস্থাগুলিকে ভারতে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হত, তাহলে দেশের প্রযুক্তি ও উৎপাদন শিল্পের চেহারা অনেক আগেই বদলে যেতে পারত। সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগও তৈরি হতে পারত ভারতের সামনে। উল্লেখ্য, আধুনিক প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পে সেমিকন্ডাক্টর চিপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, গাড়ি, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম থেকে শুরু করে



কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি-প্রায় সর্বত্রই এই চিপের প্রয়োজন হয়। ফলে এই শিল্পে ভারতের পিছিয়ে থাকার বিষয়টিকে দেশের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের সঙ্গে যুক্ত করে দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। খড়গপুর আইআইটির ঐতিহ্যের কথাও এদিন তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, গত ৭৫ বছরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের প্রযুক্তিগত ও শিক্ষাগত অগ্রগতির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে। একই সময়ে ভারতও উন্নয়নের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। মোদি বলেন, গরুর গাড়ির যুগ থেকে ভারত আজ বুলেট ট্রেনের স্বপ্ন দেখছে। আগামী দিনে দেশের উৎপাদন শিল্প আরও শক্তিশালী হবে। শুধু প্রযুক্তি নয়, বড় বড় জাহাজ থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক চিপ-সব কিছুই যাতে দেশের মাটিতে তৈরি করা যায়, সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁর কথায়, ভবিষ্যতের ভারতকে আত্মনির্ভর করে তুলতে হলে উৎপাদন ক্ষেত্রে দেশকে আরও বেশি সক্ষম হতে হবে। বিদেশের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় প্রযুক্তি, গবেষণা এবং উপাদনের পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যের কথাও এদিন বিশেষভাবে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, এই লক্ষ্য পূরণে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আইআইটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু পড়াশোনা বা গবেষণার কেন্দ্র নয়, ভবিষ্যতের প্রযুক্তি ও শিল্পের দিশা দেখানোর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। খড়গপুর আইআইটির পড়ুয়া, গবেষক এবং অধ্যাপকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, প্রচলিত চিন্তাভাবনার সীমা অতিক্রম করতে হবে। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা এবং দেশীয় উপাদনের ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মকে আরও বড় লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে ' দ্য লিমিট' বা সীমাবদ্ধতা ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর মতে, আগামী দিনের ভারত গড়ার দায়িত্ব তরুণ প্রজন্মের হাতেই। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প পরিস্থিতি নিয়েও এদিনের বক্তব্যে পরোক্ষে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলায় শিল্পের পরিবেশ, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক চলে আসছে। বিশেষ করে বাম আমলের শিল্পনীতি এবং পরবর্তী সময়ে একাধিক শিল্পপ্রকল্পের বাস্তবায়ন না হওয়া নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পরস্পরকে আক্রমণ করেছে। বিজেপির বক্তব্য, বাংলায় শিল্পের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অতীতে রাজনৈতিক বাধা এবং অনুকূল পরিবেশের অভাবে বহু বিনিয়োগের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। মোদির বক্তব্যেও সেই অভিযোগের প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে, বর্তমান সময়ে বাংলায় শিল্প বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরছে বিজেপি। রাজ্যে একাধিক সংস্থার বিনিয়োগ প্রস্তাব, প্রকল্পের সূচনা এবং বিভিন্ন জায়গায় ভূমিপুজোর মতো কর্মসূচিকে সামনে রেখে শিল্পায়নের নতুন সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে। আগামী কয়েক বছরে বাংলাকে শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার আশাও প্রকাশ করা হচ্ছে। তবে এই সম্ভাবনা কতটা বাস্তবে রূপ নেয়, তার উত্তর মিলবে প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন, নতুন কর্মসংস্থান এবং শিল্প উপাদন বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই। শুধু বামপন্থী নয়, এদিন কংগ্রেসকেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় দেশের ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসের দারিদ্র্য দূরীকরণের নীতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মোদির বক্তব্য, প্রায় পাঁচ দশক আগে লালকেল্লা থেকে 'গরিবি হটাও' স্লোগান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শুধু স্লোগান দিয়ে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা এবং তার কার্যকর বাস্তবায়ন। তাঁর অভিযোগ, অতীতে দারিদ্র্য দূরীকরণ নিয়ে বহু সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সেগুলির অনেকটাই ফাইলবন্দি হয়ে থেকে গিয়েছে। এর পাশাপাশি নিজের সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। শৌচাগার নির্মাণ, উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে রান্নার গ্যাসের সংযোগ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কেন্দ্রের উদ্যোগের উল্লেখ করেন তিনি। খড়গপুর আইআইটির মঞ্চ থেকে মোদির বক্তব্যে একদিকে যেমন উঠে এসেছে ভারতের প্রযুক্তিগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন, অন্যদিকে তেমনই ফিরে এসেছে বাংলার শিল্পায়নের পুরনো বিতর্ক। পাঁচ দশক আগে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের সম্ভাবনা হাতছাড়া হওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি বামেদের রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করেছেন। প্রশ্ন উঠছে, অতীতের সেই সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার দায় কার? আর বর্তমান সময়ে ভারতকে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে আন্তর্জাতিক স্তরে শক্তিশালী করে তুলতে কতটা সফল হবে কেন্দ্রের পরিকল্পনা?

হেয়ার স্ট্রিট থানায় শোভনদেব

ফুরিয়েছে মেয়াদ, বেআইনিভাবে সুবিধা ভোগ করছেন বিরোধী দলনেতা ঋত!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ হাই কোর্ট ডিভিশন বেঞ্চের অন্তর্বর্তকালীন নির্দেশে বিরোধী দলনেতা হয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্য সচেতকের দায়িত্ব পালন করছেন আখরুজ্জামান। কিন্তু সেই মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৮ অক্টোবর। নিয়ম মেনে সেই মেয়াদ শেষ হয়েছে। তারপরও ঋতব্রত ও আখরুজ্জামান বেআইনি উপায়ে সুবিধা ও বেতন নিচ্ছেন। এই অভিযোগ তুলে হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলেন মমতা তৃণমূলের বর্ষীয়ান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। থানায় অবশ্য কোনও অভিযোগ নেওয়া হয়নি। শোভনদেব জানিয়েছেন, থানা থেকে তাঁকে জানানো হয়েছে, গোটা বিষয়টি বিধানসভার অধ্যক্ষের বিষয়। তাই থানা থেকে কোনওরকম অভিযোগ নেওয়া হবে না। বর্ষীয়ান এই নেতা জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলবেন। আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এই ঘটনার পালটা দিয়েছেন ঋত শিবিরের মুখপাত্র ঋজু দত্ত। তিনি বলেন, আইএনটিটিইউসিতে যুক্ত থাকার সময় শোভনবাবু কী কী করেছেন, সুবিধা পেয়েছেন, তা প্রকাশ্যে আনলে তাঁর মুখোশ খুলে যাবে। শনিবার বিকেলে হেয়ার স্ট্রিট থানায় পৌঁছে যান শোভনদেব। কিন্তু সেখানে তাঁর অভিযোগ নেওয়া হয়নি। থানা থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা ও মুখ্য সচেতকের মেয়াদ শেষ হয়েছে। কিন্তু তারপরও তাঁরা সুবিধা ও বেতন পাচ্ছেন। আমি মনে করি তা অপরাধ। পুলিশ অভিযোগ নেয়নি। আমি আমার মতো করে কথা বলব। আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব। উল্লেখ্য, আদালতের ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন নির্দেশ দিয়েছিল। পালটা দিয়ে ঋত শিবিরের মুখপাত্র বলেন, শোভনবাবু কাচের ঘরে বসে ঢিল মারবেন না। আপনার কথা বললে যে স্বচ্ছ্ ভাবমূর্তি আছে তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, নির্বাচনে তৃণমূল হেরে যাওয়ার বিরোধী দলনেতা নির্বাচন নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। তৃণমূল বিধানসভায় বিধায়কদের সই-সহ একটি চিঠি পাঠায় সেখানে শোভনবাবুকে বিরোধী দলনেতা করার কথা বলেছিল তাঁরা। কিন্তু সই জালের অভিযোগ তুলে ঋত-সহ অধিকাংশ বিধায়করা আলাদা নাম প্রস্তাব করে। স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসু ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা করেন। শোভনদেব মামলা করেন হাই কোর্টে। বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্ত স্পিকারের সিদ্ধান্তে তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ করেননি। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেয়। সিঙ্গল বেঞ্চকে দু'মাসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশ দেয়।

অধীরকে 'পাস কাটিয়ে' কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বার্তা কল্যাণের



নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২১ নভেম্বর ঃ লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে অধীররঞ্জন চৌধুরীকে পাশ কাটিয়ে! একদা 'অধীর গড়' বহরমপুরে গিয়ে এমনই দাবি করলেন মমতা তৃণমূল নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, কে অধীর? জোট হবে কংগ্রেসের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ভাবে। মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা কংগ্রেসের সভাপতি আবদুলল্লাহিল কাফি বলেন, এখানে অধীরদাই শেষ কথা। তাঁর নেতৃত্বেই লড়াই হবে। পাশাপাশি তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশের ' বিঁধেছেন তিনি। পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এখানে হবে না তো কী? টেনে হিঁচড়ে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাব। সুপ্রিম কোর্ট বলে একটা জিনিস আছে। শুভেন্দু অধিকীরর কথা শুনে চললে চাকরি থাকবে না। বহরমপুরে বিজয়া দশমী ও দীপাবলি সম্মিলনীর আয়োজন করে মমতা তৃণমূল। উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সেই অনুষ্ঠান হয়নি। সেখানে তাঁকে ইন্ডিয়া জোট, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। কল্যাণ জানান, লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসবে। মুর্শিদাবাদে ৩টি আসনের মধ্যে ৩টি আসনেই জিতবে ইন্ডি জোট। জোট প্রসঙ্গ আসতেই অধীরে কথা উঠে আসে। কল্যাণকে তাঁর বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বলেন, কে অধীর? জোট হবে কংগ্রেসের সঙ্গে। কেন্দ্রীয় ভাবে। এটা নিয়ে ওখানে কথা বলা হবে। লোকাল কথা হবে না। তৃণমূল কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করবে। সেই সঙ্গে ঋতব্রত তৃণমূলকে নিশান করেন তিনি। কল্যাণের কটাক্ষ, ডেমোক্র্যাটিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোনও ভাবেই দেখা যাচ্ছে না। তৃণমূল একটাই সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। গিরিশ পার্ক থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাজিরা ও তাঁর মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সাংসদ বলেন, অভিষেক করেছে ও বলতে পারবে। অভিষেক এখন শুভেন্দু অধিকারীর সফট টার্গেট। সাবধান পুলিশকে। এখানে কিছু না করলে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাব। শুভেন্দুর কথা শুনে চললে চাকরি চলে যাবে। অন্যদিকে রাজস্থানের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয়লাভকে নিয়ে বলেন, রাজস্থানে কংগ্রেস দারুণ ফল করেছে। আমিও রাজস্থানে গিয়েছিলাম দেশে বিজেপি বিরোধী হাওয়া উঠেছে। মোদি থাকবে না। '২৯ লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসবে বলেও বহরমপুরে মন্তব্য করেছেন কল্যাণ।

রক্তের সম্পর্ক থাকলে করা যাবে না বিয়ে! নতুন আইন আনার 'পরামর্শ' সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর ঃ চাচা আপন চাচি পর, চাচির মেয়ে বিয়ে কর! প্রচলিত এই প্রবাদ সম্ভবত এবার আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। কারণ সর্বোচ্চ আদালত চাইছে, কেন্দ্র এবার আইন এনে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক থাকলে বিয়ে হওয়াটা বন্ধ করুক। এ সংক্রান্ত আইন আনার জন্য কেন্দ্রকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে শীর্ষ আদালত। আসলে চারভি এস নামের বেঙ্গালুরুর এক আইনের ছাত্রী রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে বন্ধের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে একটি আর্জি দায়ের করেছেন। তাঁর যুক্তি, এই ধরনের বিয়ে হলে ভবিষ্য প্রজন্মের শিশুরা বিবিধ জিনগত সমস্যায় ভোগেন। এক্ষেত্রে জন্মগত বিকৃতি, ইন্দ্রিয়গত প্রতিবন্ধকতা, বিকাশজনিত অক্ষমতা, শিশুমৃত্যু এবং অপুষ্টিজনিত নানা সমস্যা তৈরি হতে পারে। বেঙ্গালুরুর ওই ছাত্রী নিজে রক্তের সম্পর্ক থাকা এক দম্পতির সন্তান এবং জন্মগতভাবে ৪০ শতাংশ দৃষ্টিশক্তিহীন। তাঁর প্রশ্ন, রক্তের সম্পর্কে বিয়ে বন্ধ করলেই এই সমস্যাগুলি এ।ানো যায়, তারপরও কেন এই দেশের বিচারব্যবস্থা এই ধরনের বিয়ের অনুমতি দেয়? ওই মামলায় শীর্ষ আদালত জানায়, এভাবে আইন এনে ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্কের বিয়ে বন্ধ করা যায় কিনা সেটা সম্পূর্ণরূপে দেশের আইনসভার বিবেচ্য। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে জানায়, এই ধরনের বিয়ে থামানোর বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের নেই। এটা নিয়ে আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার সরকারের। তবে উপযুক্ত আইনের প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখার জন্য ভারত সরকারকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে একটি নোটিস পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট বলছে, আমরা তাদের নির্দেশ দিতে পারি না। আমরা কেবল তাদের সংবেদনশীলভাবে বিষয়টি ভাবার জন্য অনুপ্রেরণা দিতে পারি। সুপ্রিম কোর্ট মনে করছে, এ বিষয়ে জনসচেতনতা বা।ানো প্রয়োজন। দরকারে স্কুলপাঠ্যে বা সচেতনতার প্রচারের মাধ্যমে নাগরিকদের সতর্ক করা যেতে পারে। তবে একই সঙ্গে শীর্ষ আদালত মেনে নিয়েছে, বিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয়।

উত্তপ্ত জাতীয় রাজনীতি

নিজের ব্যর্থতার দায় শিল্পপতিদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন মোদি' আক্রমণ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর ঃ কর্মসংস্থান, বেতন বৃদ্ধি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্তব্য ঘিরে নতুন করে উত্তপ্ত জাতীয় রাজনীতি। শিল্পপতিদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই পালটা আক্রমণ শানাল কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর অভিযোগ, দেশের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান নিয়ে সরকারের ব্যর্থতা আড়াল করতেই এখন শিল্পপতিদের দিকে আঙুল তুলছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, ফিকি-র মঞ্চে মোদির বক্তব্য আসলে সরকারের নীতিগত ব্যর্থতারই এক ধরনের স্বীকারোক্তি। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে সরব হন রাহুল। পাশাপাশি কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা জয়রাম রমেশও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক নীতির সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীকে আত্মসমীক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বণিকসভা ফিকি-র বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের শিল্পপতিদের উদ্দেশে একাধিক প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে কর্পোরেট কর হ্রাস, আয়কর ছাড় এবং কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, তাঁর সরকার কর্পোরেট করের হার ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২২ শতাংশ করেছে। পাশাপাশি ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে করছাড়ের সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। সরকারের তরফে শিল্পমহলকে একাধিক সুবিধা দেওয়ার পরেও কেন সংস্থাগুলি কর্মীদের বেতন বাড়াচ্ছে না? কেন নতুন কর্মসংস্থান

এর পর ৬ পাতায়-

পান্নুনকে খুনের ষড়যন্ত্র, নিখিল গুপ্তকে ১৯ বছরের সাজা

মার্কিন আদালতের নির্দেশ

ওয়াশিংটন, ২১ নভেম্বর ঃ খলিস্তানি নেতা পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে দোষী সাব্যস্ত ভারতীয় নিখিল গুপ্তকে ১৯ বছরের সাজা শোনাল মার্কিন আদালত। শুক্রবার ৮০ মিনিটের শুনানির পরে আদালতের তরফে নিখিলকে ২৩৫ মাসের সাজা শোনানো হয়। যার অর্থ ১৯ বছর সাত মাস জেলে থাকতে হবে নিখিলকে। প্রসঙ্গত, খলিস্তানি নেতা পান্নুনকে ২০২৩ সালে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ওঠে নিখিলের বিরুদ্ধে। তারপর ধরা পা সে। ওই বছরেরই জুন মাসে চেক প্রজাতন্ত্র থেকে মার্কিন তদন্তকারীরা নিখিলকে গ্রেপ্তার করে আমেরিকায় নিয়ে যান। এরপর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিখিল। ২০২৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তাকে দোষী সাব্যস্ত করে নিউ ইয়র্কের ওই আদালত। ফলে তার সাজা ঘোষণা ছিল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। রায়দানের আগে নিউ ইয়র্কের আদালতে আমেরিকার জেলা আদালতের বিচারক ভিক্টর মারেরো-কে একটি চিঠি লিখেছিল নিখিল। সেখানে সে দাবি করেছেন, পান্নুনকে খুনের ছক তার একারই। সে লিখেছে- ' ঠিক ছিল না আমার। এখন মনে হয়, যদি ২০২৩ সালে ফিরে যেতে পারতামযদি নিজের ভুলগুলো শুধরে নিতে পারতাম। এখন পিছনে ফিরে তাকালে নিজেকে চিনতে পারি না। ২০২৩ সালের গোড়ার দিকে আমাকে দেখে সকলের মনে হত, সব ঠিক আছে। কিন্তু ভিতরে, ভিতরে ভেঙে পড়েছিলাম।' চিঠিতে সে দাবি করেছে, কীভাবে সেই সময় মদে আসক্ত হয়ে পাছিল। নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই চলছিল তার। এমনকী হাজতবাসের গো।ার দিকে সে এতটাই ভেঙে পড়েছিল যে একাধিক বার নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ভাবনাও মাথায় এসেছিল তার। ভেবেছিল, আত্মহত্যা করবে। পরবর্তী সময়ে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁকে সে। এদিকে নিখিলের আইনজীবীর আর্জি ছিল তাঁর মক্কেলকে বারো বছরের সাজা দেওয়া হোক। কিন্তু সাজা ঘোষণার সময় দেখা গেল সাজা দেওয়া হয়েছে ১৯ বছরেরও বেশি সময়ের।

ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধেও বিস্ফোরক অভিযোগ নিশিকান্ত দুবের

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর ঃ ফের রাজনৈতিক আক্রমণের কেন্দ্রে গান্ধী পরিবার। এবার সরাসরি সোনিয়া গান্ধীকে নিশানা করে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তাঁর দাবি, বিদেশি নাগরিক থাকাকালীনই সোনিয়া গান্ধীকে মারুতি সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) এবং ডিরেক্টর পদে বসানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ওই সংস্থার ৫০ শতাংশ শেয়ারের মালিকানাও ছিল তাঁর হাতে। আর এই গোটা প্রক্রিয়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল বলে অভিযোগ করেছেন বিজেপি সাংসদ। নিশিকান্তের এই অভিযোগ ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। তাঁর দাবি, মারুতি সংস্থাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সময়ে একাধিক নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছিল। বুধবার নিজের দীর্ঘদিনের অভিযোগের ধারাবাহিকতায় ২৫০তম প্রশ্ন তুলে সোনিয়া গান্ধীর ভূমিকা নিয়ে জবাবদিহি দাবি করেছেন তিনি। নিশিকান্ত দুবের মূল অভিযোগ, মারুতি টেকনিক্যাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থার ৫০ শতাংশ শেয়ারের মালিক ছিলেন সোনিয়া গান্ধী। তাঁর দাবি, ১৯৭০ সালে সঞ্জয় গান্ধ

ছাত্রীদের স্বার্থে বড় উদ্যোগ, দিল্লিতে ‘ইউনিভার্সিটি স্পেশাল’ বাস পরিষেবার সূচনা রেখা গুপ্তার



নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর ঃ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের যাতায়াত আরও নিরাপদ ও সুগম করতে মহিলাদের জন্য বিশেষ ‘ইউনিভার্সিটি স্পেশাল’ বাস পরিষেবার সূচনা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। শনিবার সবুজ পতাকা নেে এই নতুন বাস পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন এই বিশেষ বাস পরিষেবাটি মূলত দুটি গুরুত্বপূর্ণ রুটে চলাচল করবেঃ রুট ১ঃলক্ষ্মী নগর মেট্রো স্টেশন থেকে গার্গী কলেজ পর্যন্ত। রুট ২গ্রিন পার্ক মেট্রো স্টেশন থেকে কমলা নেহরু কলেজ পর্যন্ত।বাস পরিষেবাটির উদ্বোধন করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, আজ আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি দিন, কারণ আমরা সাউথ ক্যাম্পাস এলাকায় কমলা নেহরু কলেজ এবং গার্গী কলেজের মধ্যে ইউনিভার্সিটি স্পেশাল বাস পরিষেবা চালু করেছি। এটি আমাদের ছাত্রীদের জন্য একটি চমকার সুবিধা প্রদান করবে। এই বাসগুলি কেবল সুবিধাজনক পরিবহন ব্যবস্থাই দেবে না, বরং তারা যাতে নিরাপদে যাতায়াত করতে পারে তাও নিশ্চিত করবে।দিল্লি সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে প্রতিদিন কলেজে যাতায়াতকারী হাজার হাজার ছাত্রীর যাতায়াতের ভোগান্তি কমবে এবং নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

হরিদ্বারে সম্পন্ন সাবিত্রী দেবীর শেষকৃত্য চোখের জলে মা-কে বিদায় যোগী আদিত্যনাথের

হরিদ্বার, ২১ নভেম্বর ঃউত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রয়াত মা সাবিত্রী দেবীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে। শনিবার হরিদ্বারের চণ্ডীঘাটে পূর্ণ ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, গতকাল (শুক্রবার) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সাবিত্রী দেবী।শনিবার চণ্ডীঘাটে আয়োজিত এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগী আদিত্যনাথের পাশে উপস্থিত ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, যোগগুরু বাবা রামদেব এবং পরমার্থ নিকেতনের স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজ-সহ একাধিক বিশিষ্ট সাধু-সন্ত ও রাজনৈতিক নেতৃবন্দদ।প্রয়াত সাবিত্রী দেবীর প্রয়াণে বিভিন্ন মহল থেকে গভীর শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। শেষকৃত্য চলাকালীন চণ্ডীঘাট এলাকায় শোকস্তব্ধ পরিবেশের পাশাপাশি প্রশাসনের তরফে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

হায়দরাবাদে ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খুঁটিতে ধাক্কা, মৃত দুই যুবক

হায়দরাবাদ, ২১ নভেম্বর ঃ তেলেঙ্গানার রাজধানী হায়দরাবাদে মাঝরাতে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই যুবক। শুক্রবার মধ্যরাতে হায়দরাবাদের উপল থানা এলাকার অন্তর্গত ভগায়ত এইচএমডিএ লেআউট অঞ্চলে তাঁদের বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের একটি খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।উপল থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই যুবকের নাম মহম্মদ মুনাজির (৩৪) এবং মহম্মদ সালাউদ্দিন (৩৫)। সংঘর্ষের তীব্রতা

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

গোয়ায় অনুষ্ঠিত ৫৭তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে কিছু কথা

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর(পিআইবি) ঃসিনেমার এক বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। এটি মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। দূরের কোনও গ্রামের গল্প হাজার হাজার মাইল দূরের দর্শকের মন ছুঁয়ে যেতে পারে। অপরিচিত ভাষার কোনও চলচ্চিত্রও এমন অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে, যা সকলেই বুঝতে পারেন। ভৌগোলিক সীমানা ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য পেরিয়ে গল্প মানুষকে একসূত্রে বাঁধে। চলচ্চিত্র উসব এই সংযোগের সুযোগ তৈরি করে। একই মঞ্চে তুলে ধরে নানা ভাষা ও সংস্কৃতির গল্প, নতুন ভাবনা এবং নতুন প্রতিভা।এই গল্প বলার ভাবনাই ৫৭তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উসবের (IFFI) মূল আকর্ষণ। ২০২৬ সালের ২০ থেকে ২৮ নভেম্বর গোয়ায় বসছে এই চলচ্চিত্র উৎসব। ‘Without Borders’ বা ‘ছাড়িয়ে গল্প’ থিমের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির মানুষকে কাছাকাছি আনার ক্ষেত্রে সিনেমার ভূমিকা তুলে ধরা হবে। নয় দিনের এই উৎসবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের চলচ্চিত্র নির্মাতা, নতুন প্রতিভা এবং সিনেমাপ্রেমীরা একত্রিত হবেন।তবে, IFFI শুধু চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উসব নয়। একজন তরুণ কাহিনীচিত্র নির্মাতার কাছে এই উসব হতে পারে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রথম সুযোগ। আঞ্চলিক ভাষার কোনও গল্পকারের কাছে এটি নিজের পরিচিত ভাষা ও সংস্কৃতির গণ্ডি পেরিয়ে আরও বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছানোর মঞ্চ। স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে এটি নতুন সহযোগিতা ও কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে ক্রমাগত নতুন প্রতিভাদের উৎসাহিত করে, ভারতীয় সিনেমার বৈচিত্র্য তুলে ধরে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও মজবুত করে।নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের উৎসাহ প্রত্যেক চলচ্চিত্র নির্মাতার যাত্রা শুরু হয় কোনও একটি ভাবনা থেকে। সেই ভাবনাকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে শুধু সৃজনশীলতা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন প্রযুক্তিগত দক্ষতা, দলগত কাজ, চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে পরিচিতি এবং নিজের দক্ষতা তুলে ধরার সুযোগ। নতুন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের এই সুযোগ করে দেয় IFFI।এই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হল ‘মাইন্ডস অফ টুমরো’ (CMOT)। ২০২১ সালে এই কর্মসূচি শুরু হয়। ২০২৬ সালের IFFI-তে এর ষষ্ঠ সংস্করণে চলচ্চিত্র নির্মাণের ১৩টি বিভাগ থেকে ১০০ জন তরুণ প্রতিভা অংশ নেবেন। পরিচালনা, সিনেমাটোগ্রাফি, চিত্রনাট্য রচনা থেকে শুরু করে শব্দগ্রহণ, পোশাক পরিকল্পনা এবং ভিজ্যুযাল এফেক্টস, বিভিন্ন বিভাগে তাঁদের দক্ষতা তুলে ধরার সুযোগ থাকবে। চলচ্চিত্র নির্মাণে বিভিন্ন সৃজনশীল বিভাগের পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব এই উদ্যোগের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।অংশগ্রহণকারীরা অভিজ্ঞ চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে মাস্টারক্লাস, কর্মশালা এবং আলোচনায় অংশ নেবেন। ৪৮ ঘণ্টার চলচ্চিত্র নির্মাণের চ্যালেঞ্জে তাঁদের অল্প সময়ের মধ্যে ভাবনাকে পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রে রূপ দিতে হবে। এই কর্মসূচিতে ‘ট্যালেন্ট ক্যাম্প’-ও রয়েছে। সেখানে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের সৃজনশীল ভাবনা তুলে ধরবেন এবং গণমাধ্যম ও বিনোদন ক্ষেত্রের বিভিন্ন সুযোগ সম্পর্কে জানবেন। এই কর্মসূচিগুলি প্রচলিত শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার বাইরে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কাজের সুযোগ তৈরি করে।এই উদ্যোগে অংশ নেওয়া তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কেউ কেউ ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। ২০২২ সালে CMOT-এ অংশ নিয়েছিলেন চিদানন্দ এস. নায়েক। তাঁর কাজ এর দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ। ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (FTII)-র ছাত্র হিসেবে তিনি ‘Were the First Ones to Know’ নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র তৈরি করেন। ২০২৪ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে এই চলচ্চিত্রটি ‘সিনেফ’ পুরস্কার পায়। ভারতীয় লোককথা ও ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রাণিত কন্নড় ভাষার এই চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছেও স্থানীয় গল্পের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেছে। চিদানন্দের এই সাফল্য নতুন ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সামনে সম্ভাবনার নতুন দিক খুলে দিয়েছে।এ বছর চলচ্চিত্র উৎসবে বিভিন্ন বিভাগে নতুন প্রতিভাদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারত ও বিদেশের ৫২ জন মহিলা চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং ৬২ জন প্রথমবারের চলচ্চিত্র পরিচালক তাঁদের কাজ তুলে ধরবেন। প্রতিযোগিতামূলক বিভাগে থাকবেন ১০ জন মহিলা চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং ১২ জন নতুন পরিচালক। বিভিন্ন দেশের সাতটি চলচ্চিত্রের পাশাপাশি, ভারতের ‘Sledge’ এবং ‘on Ice’ সেরা প্রথম চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। এই ধরনের মঞ্চ নতুন পরিচালকদের প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পাশাপাশি, নিজেদের কাজ তুলে ধরার সুযোগ করে দেয়।""IFFI চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে থাকা প্রতিভাদের জন্য মঞ্চ তৈরি করে। কেউ এখানে চলচ্চিত্র নির্মাণের নানা দিক শিখছেন, আবার কেউ নিজের প্রথম চলচ্চিত্রের স্বীকৃতি পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। এই উসব তাঁদের একত্রিত করে। এর ফলে নতুন ভাবনা ও নতুন প্রতিভা আরও বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছনোর সুযোগ পায়।ইন্ডিয়ান প্যানোরামাঃভারতের নানা ভাষার চলচ্চিত্র ভারতের ছায়াচিত্রের জগৎ দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির মতোই বৈচিত্র্যময়। মূলধারার সিনেমার বাইরেও দেশের আঞ্চলিক ভাষা ও চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন ধারায় অসংখ্য গল্প উঠে আসে। কিছু চলচ্চিত্রে মানুষের পরিচিত জীবনের কথা বলা হয়। আবার কিছু চলচ্চিত্রে এমন জীবন ও অভিজ্ঞতার ছবি তুলে ধরা হয়, যা পর্দায় সচরাচর দেখা যায় না। এই ভিন্ন ভিন্ন গল্পকে একই মঞ্চে তুলে ধরা IFFI-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।ভভ১৯৭৮ সালে শুরু হওয়া ‘প্যানোরামা’ এই উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। IFFI-র এই প্রধান বিভাগে সমসাময়িক ভারতীয় পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যভিত্তিক চলচ্চিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজগুলি প্রদর্শিত হয়।বিগত বছরগুলিতে ইন্ডিয়ান প্যানোরামা বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার চলচ্চিত্রকে বিশেষ পরিচিতি দিয়েছে। ২০২৩ সালের IFFI-তে মণিপুরি তথ্যচিত্র ‘Dreams’ নন-ফিচার বিভাগে উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে প্রদর্শিত হয়। মীনা লংজামের পরিচালনায় এই চলচ্চিত্রে গ্রামীণ মণিপুরের একটি মহিলা ফুটবল দলের জীবন তুলে ধরা হয়েছে। আর্থিক সমস্যা এবং দীর্ঘদিনের সামাজিক বাধা পেরিয়ে মহিলাদের এগিয়ে যাওয়ার লড়াই ছিল এই চলচ্চিত্রের মূল বিষয়।২০২৪ সালে লাদাখি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র ‘Jaisa Kuch’ আরেকটি উল্লেখযোগ্য নজির তৈরি করে। ইন্ডিয়ান প্যানোরামার নন-ফিচার বিভাগে উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে নির্বাচিত প্রথম লাদাখি চলচ্চিত্র ছিল এটি। হর্ষ সাংগানির পরিচালনায় এই চলচ্চিত্রে বাস্তুচ্যুতি, নিজের শিকড়ের টান এবং ঘরে ফেরার আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরা হয়েছে।২০২৫ সালেও প্রতিষ্ঠিত ও তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত বিভিন্ন ভাষার চলচ্চিত্রের উপস্থিতি ছিল। তামিল চলচ্চিত্র ‘ফিচার বিভাগ এবং হিন্দি চলচ্চিত্র ‘নন-ফিচার বিভাগের উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়। পাশাপাশি, ব্রজ ভাষার ‘তুলু ভাষার ‘এবং মণিপুরি ভাষার ‘চলচ্চিত্রও প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়। ইন্ডিয়ান প্যানোরামায় এই চলচ্চিত্রগুলির উপস্থিতি ভারতীয় সিনেমার ভাষাগত বৈচিত্র্যকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।৫৭তম IFFI-তেও এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকছে। এবারের উৎসবে ২৫টি ফিচার এবং ২০টি নন-ফিচার চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। ফিচার বিভাগের ৪০৪টি এবং নন-ফিচার বিভাগের ৩৫৮টি চলচ্চিত্রের মধ্যে থেকে এগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে ভারতীয় সিনেমা বিভাগে ১৮টি ভাষার ৭৬টি চলচ্চিত্র দেখানো হবে। শ্রীমতী লীনা যাদব পরিচালিত লাদাখি চলচ্চিত্র ‘নন-ফিচার বিভাগের উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে প্রদর্শিত হবে। এর পাশাপাশি, আদিত্য ধর পরিচালিত ‘উৎসবের উদ্বোধনী ফিচার চলচ্চিত্র। নির্বাচিত অন্যান্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে নিয়িশি ভাষার ‘তুলু ভাষার ‘Channe’ এবং লাদাখি ভাষার ‘। মারাঠি ও মালয়ালাম সিনেমার ঐতিহ্য এবং সমসাময়িক কাজগুলিও বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে।এই নির্বাচন ভারতীয় সিনেমায় বিভিন্ন ভাষা ও অঞ্চলের গল্পকে জায়গা দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে। কোনও আঞ্চলিক চলচ্চিত্র দর্শকদের নতুন প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঐতিহ্য এবং জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। আবার সেই গল্পের মূল অনুভূতি সকলের কাছেই পরিচিত মনে হতে পারে। এই ধরনের চলচ্চিত্রকে এক মঞ্চে তুলে ধরে ইন্ডিয়ান প্যানোরামা ভারতীয় সিনেমার পরিচিতিকে আরও বিস্তৃত করে। পাশাপাশি, আঞ্চলিক চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিজেদের এলাকার বাইরের দর্শকদের কাছে পৌঁছনোর সুযোগ করে দেয়।ওয়েভস ফিল্ম বাজার এবং ব্রিকস চলচ্চিত্র বিভাগকোনও চলচ্চিত্রের কাজ শেষ হয় না শেষ দৃশ্যের শুটিংয়ের সঙ্গে। দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে প্রায়ই প্রয়োজন হয় আর্থিক সহায়তা, চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যোগাযোগ এবং পরিচিত বাজারের বাইরেও কাজের সুযোগ। স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পক্ষে এই সুযোগ খুঁজে পাওয়া বিশেষভাবে কঠিন। গত কয়েক বছরে IFFI এমন একটি মঞ্চ হয়ে উঠেছে, যেখানে এই ধরনের যোগাযোগ ও সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।এমনই একটি মঞ্চ হল ‘ফিল্ম বাজার’। এই বছর এই উদ্যোগের ২০তম সংস্করণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০০৭ সালে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম চলচ্চিত্র বাজার। গোয়ায়-র পাশাপাশি, এর আয়োজন করা হয়। প্রচলিত চলচ্চিত্র উৎসবের তুলনায় ফিল্ম বাজারে সিনেমার ব্যবসা ও নির্মাণের বিভিন্ন দিককে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক, অর্থদাতা, পরিবেশক এবং চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পেশাদাররা এখানে একত্রিত হন। সম্ভাবনাময় চলচ্চিত্র প্রকল্পগুলিকে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়াই এর মূল লক্ষ্য।কোনও সম্ভাবনাময় চিত্রনাট্যের জন্য প্রযোজক প্রয়োজন হতে পারে। আবার অসমাপ্ত কোনও চলচ্চিত্রের জন্য দরকার হতে পারে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ। কোনও চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক বাজারে প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকলেও বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ নাও থাকতে পারে। ফিল্ম বাজারের বিভিন্ন বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে এই চাহিদাগুলি পূরণের চেষ্টা করা হয়। ‘মার্কেট’ চলচ্চিত্র প্রকল্পগুলির সঙ্গে সম্ভাব্য সহযোগী ও অর্থদাতাদের যোগাযোগ করিয়ে দেয়। ‘ল্যাব’ চিত্রনাট্যকারদের সহায়তা করে। ‘ল্যাব’-এ চলচ্চিত্র নির্মাতারা তাঁদের অসমাপ্ত কাজ আরও উন্নত করার সুযোগ পান। অন্যদিকে, ‘রুম’, বাজারভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং ‘ল্যাব’-এর মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্রেতা ও পরিবেশকদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হয়।এই উদ্যোগের সাফল্য ফিল্ম বাজারের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি কাহিনীচিত্রের যাত্রার মধ্যেও দেখা যায়। ‘Lunchbox’, ‘’ এবং ‘Will Be Girls’-এর মতো প্রশংসিত চলচ্চিত্রের অগ্রগতিতে এই মঞ্চের অবদান রয়েছে। দুই দশক পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ম বাজারের গুরুত্ব শুধু কয়েকটি চলচ্চিত্রের সাফল্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে আগ্রহী ভারতীয় গল্পকারদের জন্য এটি ক্রমবর্ধমান সুযোগের একটি মঞ্চ হয়ে উঠেছে।ভন্ডফিল্ম বাজার যেমন চলচ্চিত্রকে নতুন বাজারে পৌঁছাতে সাহায্য করে, তেমনই সিনেমা বিভিন্ন দেশের মানুষকে তাঁদের অভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কাছাকাছি নিয়ে আসে-র ব্রিকস চলচ্চিত্র বিভাগে এই সাংস্কৃতিক দিকটি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। এই বছর এই বিভাগে ২১টি চলচ্চিত্র দেখানো হবে। ব্রিকস দেশগুলির নানা গল্পের মাধ্যমে এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, সমাজ এবং বর্তমান সময়ের বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। দর্শকরা নিজেদের পরিচিত অভিজ্ঞতার বাইরের সমাজ ও মানুষের জীবন সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন।নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলিতে যেমন বিভিন্ন দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনই এমন কিছু বিষয় উঠে এসেছে, যা দেশগুলির মধ্যে মিল তৈরি করে। ব্রাজিলের ‘and the Hypothetical New World’ চলচ্চিত্রে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার ‘Sea Speaks His Name’ চলচ্চিত্রে ১৯৯৮ সালের গণ-আন্দোলনের সময় এক ছাত্র আন্দোলনকর্মীর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা দেখানো হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ‘Trek’ চলচ্চিত্রে ঔপনিবেশিক শাসনামলের সীমান্ত অঞ্চলের অবিচার তুলে ধরা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তৈরি হলেও এই চলচ্চিত্রগুলিতে স্বাধীনতা, পরিচয় এবং নিজের অস্তিত্বের স্বীকৃতির মতো বিষয় উঠে এসেছে।অন্য কিছু চলচ্চিত্রে দৈনন্দিন জীবনের আরও কাছের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। উগান্ডা ও যুক্তরাজ্যের যৌথ তথ্যচিত্র ‘of Serenada’-তে বাবা ও মেয়ের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জলবায়ু

সীমা ভাঙুন, সম্ভাবনা উন্মোচন করুন আইআইটি খড়গপুরে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর



খড়গপুর, ২১ নভেম্বর ঃ আইআইটি খড়গপুরের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্ববর্তী সরকারগুলির নীতিগত স্থবিরতা এবং সমাজের রক্ষণশীল মানসিকতার কঠোর সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৪ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর লালকেল্লার প্রাকার থেকে দরিদ্রদের জন্য শৌচাগার নির্মাণের ঘোষণা করায় সংসদে তাঁকে কীভাবে উপহাসের শিকার হতে হয়েছিল, শনিবার খ।গপুর ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে সেই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।মানসিক সীমাবদ্ধতা বা ’লিমিটিং বিলিফস’ কাটিয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, প্রায়শই মানুষ নিজের চিন্তাভাবনার ওপর সীমারেখা টেনে দেয়- নিজেদের জন্য একটা গণ্ডি তৈরি করে নেয়- আর এগুলিকেই বলা হয় ’লিমিটিং বিলিফস’। লিমিটিং বিলিফস কী? এর অর্থ হলো নিজের স্বপ্নের ওপর, নিজের প্রতিভার ওপর, এমনকি নিজের দেশের সম্ভাবনার ওপর সীমা চাপিয়ে দেওয়া। যাঁরা স্থবির ও প্রাণহীন মানসিকতা নিয়ে বেঁচে থাকেন, তাঁরা প্রকৃত অর্থে জীবনকে উপভোগ করতে পারেন না। আমরা আমাদের চিন্তার সীমানাকেই আমাদের পৃথিবীর সীমানা হিসেবে মেনে নিয়েছি। কোনও দেশও কেবল তখনই তার প্রকৃত সামর্থ্যকে চিনতে পারে, যখন সে নিজের চিন্তার সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে বেরিয়ে আসে। বিগত কয়েক বছরে ভারত ঠিক সেটাই করে দেখিয়েছে।দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত এখন স্পষ্ট ও দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছে- ’সীমা ভাঙুন, সম্ভাবনা উন্মোচন করুন’। আজ থেকে ২০ বছর আগেও আমাদের দেশে দারিদ্র্যকে একটি স্থায়ী সমস্যা হিসেবে ধরে নেওয়া হতো। পাঁচ দশক আগে লালকেল্লার প্রাকার থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের স্লোগান তোলা হতো। কিন্তু যখনই নীতিগত স্তরে পদক্ষেপ নেওয়ার সময় আসত, পুরো ব্যবস্থাটি বিষয়টিকে স্রেফ ফাইলের নিচে চাপা দিয়ে রাখত। এর কারণ ছিল সেই প্রচলিত মানসিকতা, যেখানে মনে করা হতো যে আমাদের দেশের বিপুল জনসংখ্যার কারণে দারিদ্র্য কখনোই দূর করা সম্ভব নয়। দারিদ্র্য নির্মূল করার জন্য সঠিক নীতি কার্যকর করার সাহসও কেউ দেখাননি।এরপরই নিজের প্রথম মেয়াদের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, আমরা যখন প্রথম ক্ষমতায় আসি, তখন আমি লালকেল্লা থেকে ঘোষণা করেছিলাম যে আমি দেশের গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার তৈরি করব। সংসদে মানুষ এই নিয়ে উপহাস করে বলেছিলেন, ’ইনি কেমন প্রধানমন্ত্রী? উনি শৌচাগার বানানোর কথা বলছেন!’ সেই সমস্ত মানুষ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে একটি শৌচাগার কতটা অপরিহার্য, এবং গরিব মানুষের জন্য, বিশেষ করে দরিদ্র মা ও বোনেদের সম্মান ও সুরক্ষার জন্য এটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে, সেই পুরোনো এবং সংকীর্ণ মানসিকতার গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসার ফলেই আজ ভারত উন্নয়নের এক নতুন শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।

কংগ্রেসকে তোপ কিরেন রিজিজুর, ছুড়ে দিলেন চারটি প্রশ্ন



নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর ঃ কংগ্রেসকে সরাসরি নিশানা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ‘চারটি প্রশ্ন ছুে দিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী তথা অরুণাচল প্রদেশের বিজেপি সাংসদ কিরেন রিজিজু। শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে তিনি দেশের ইতিহাস ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে কংগ্রেসের কাছ থেকে এই চারটি প্রশ্নের জবাব দাবি করেছেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু তাঁর পোস্টে লেখেন, কংগ্রেসকে অবশ্যই ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।প্রথমত, ১৯৬২ সালে চিন আমার গ্রাম দখল করে নিয়েছিল। ১৯৬২-র সেই অপমানের জন্য কংগ্রেস কি ক্ষমা চাইবে? দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস ভারতকে একটি দরিদ্র দেশ হিসেবে রেখে দিয়েছিল। কেন? তৃতীয়ত, ভারতকে কেন ’সাপু।দের দেশ’ বলা হতো? চতুর্থত, ভারতের অর্থনীতিকে কেন ’হিন্দু রেট অফ গ্রোথ’ বলে অপমান করা হতো?রিজিজুর এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি প্রাক্তন কংগ্রেস সরকারগুলির আমলের বিদেশ নীতি, সীমান্ত সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর এই পোস্ট ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

বড় পদক্ষেপ এফবিআই-এর, মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধীর তালিকায় এবার গোল্ডি

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর (হি.স.) ূআন্তর্জাতিক স্তরে বড়সড় পদক্ষেপ নিল আমেরিকার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই। কুখ্যাত গ্যাংস্টার সতীন্দরজি সিং জুনিয়র ওরফে ‘ব্রার’-এর নাম নিজেদের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড ফিউজিটিভস’ বা শীর্ষ দশ মোস্ট ওয়ান্টেড পলাতক অপরাধীর তালিকায় যুক্ত করেছে এফবিআই।এফবিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে, গোল্ডি ব্রার আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্র ‘বিষ্ণোই অর্গানাইজড ক্রাইম গ্রুপ’-এর উত্তর আমেরিকার কথিত শীর্ষ নেতা। এই আন্তর্জাতিক অপরাধ সিন্ডিকেটটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা জুড়ে একাধিক নৃশংস ও হিংসাত্মক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে।এফবিআই-এর বিবৃতি অনুযায়ী, এই অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে যে সমস্ত গুরুতর অভিযোগ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো- রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের হত্যা, গুলি চালানো, খুন, অপহরণ, তোলাবাজি, শারীরিক হামলা, মানব পাচার এবং মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র পাচার। আমেরিকা ও কানাডার মাটিতে এই সিন্ডিকেটের ক্রমবর্ধমান অপরাধমূলক নেটওয়ার্ক ভাঙতে এবং গোল্ডি ব্রারকে দ্রুত গ্রেফতার করতেই এফবিআই এই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা মহল।

’নীতিশ সেতু’-র শুভ উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর, উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের যোগাযোগে নয়া দিগন্ত



পাটনা ও বৈশালী, ২১ নভেম্বর ঃ বিহারের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায়

গ্রামীণ উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প, রাস্তা থেকে পুকুর; হাওড়ায় ৫৮ লক্ষ শ্রমদিবসের লক্ষ্যমাত্রা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নকে একই সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা হাওড়া জেলা প্রশাসনের। ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের আওতায় চলতি বছরে ৫৮ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকায় একাধিক উন্নয়ন মূলক কাজের গতি বাড়ানো হচ্ছে। সাঁকরাইল ব্লকে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে শনিবার বৈঠক করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বৈঠকে গ্রামীণ কর্মসংস্থান, অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং বরাদ্দ অর্থের ব্যবহারের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় ইতিমধ্যেই প্রায় ৬ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। কাজের পরিধি বাড়িয়ে নভেম্বরের শেষের মধ্যে দৈনিক ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার শ্রমদিবস তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ রাস্তা, সেচ ব্যবস্থা, জলনিকাশি, পুকুর এবং স্যানিটেশন সংক্রান্ত ৩ হাজারেরও বেশি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। গত দু'মাসে ৫১১টি গ্রামীণ রাস্তার কাজ হাতে নেওয়ার পাশাপাশি প্রায় ১ হাজারটি অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। গ্রামীণ হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন ও পুলিশ পরিকাঠামো, স্কুলের সীমানা প্রাচীর, আইসিডিএস কেন্দ্র, জল সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন জন পরিষেবা মূলক পরিকাঠামো নির্মাণেও দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো হচ্ছে। ৯৪২টি পুকুর চিহ্নিতকরণ, গ্রামীণ স্যানিটারি কমপ্লেক্স এবং অমৃত সরোবরের কাজও পরিকল্পনার অংশ। জেলার ১৪টি ব্লকে নিয়মিত সাপ্তাহিক পর্যালোচনা ও নজরদারির মাধ্যমে কাজের গতি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে ২৯.৫০ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টির সম্ভাব্য হিসেব সামনে রেখে পিএম আবাস যোজনার সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগকে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কর্তব্যনিষ্ঠার স্বীকৃতি, সাত পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীকে সম্মানিত করলেন পুলিশ সুপার



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও প্রশংসনীয় কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে সাতজন পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীকে সম্মানিত করলো বারুইপুর পুলিশ জেলা। শনিবার বারুইপুর পুলিশ জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দেন পুলিশ সুপার ডঃ অরবিন্দ কুমার আনন্দ। এদিন সম্মানিত হন ইন্সপেক্টর আশিস দাস, এসআই সৌমেন দাস, এসআই সৌগত রায়, এএসআই সুদীপ্ত দাস, এএসআই অসীম আইচ, কনস্টেবল অভিষেক সাহা এবং কনস্টেবল গণেশ সিং। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তাঁদের এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার সম্মানিত আধিকারিক ও কর্মীদের কাজের প্রশংসা করেন। তাঁদের নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা পুলিশের অন্যান্য সদস্যদের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলে তিনি জানান। পুলিশি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং জনসেবা মূলক কাজে আরও উৎসাহ জোগাতেই এই ধরনের উদ্যোগ বলে পুলিশ জেলা সূত্রে জানা গিয়েছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিকরা ও উপস্থিত ছিলেন। দায়িত্ব পালনে ভালো কাজের স্বীকৃতি পেয়ে সম্মানিত পুলিশ কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়।

অভিযুক্তের বাড়ি থেকে উদ্ধার ওয়ান শুটার ও জীবন্ত কার্তুজ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ অস্ত্র আইনের মামলায় তদন্তে নেমে সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার পুলিশ। ধৃত অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হল একটি দেশি একনলা বন্দুক ও একটি জীবন্ত কার্তুজ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৬ই নভেম্বর বকুলতলা থানার ৪৬৩/২০২৬ নম্বর অস্ত্র আইনের মামলায় হানারবাটি এলাকার বাসিন্দা নূর হোসেন সেখকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন তাঁকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ হেফাজতে নেয়। পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্তের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে একটি দেশি একনলা বন্দুক (ওয়ান শুটার) এবং একটি জীবন্ত কার্তুজ উদ্ধার করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

চারতলা বহুতলে এবার মল্লিকঘাট ফুলবাজার !

আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা রাজ্যের, সাজবে জগন্নাথ ঘাটও



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ এশিয়ার বৃহত্তম ফুলের বাজার হিসেবে পরিচিত হাওড়া ব্রিজ সংলগ্ন মল্লিকঘাট ফুলবাজার এবার নতুন রূপ পেতে চলেছে। দীর্ঘদিনের জীর্ণ কাঠামো, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং ফুল সংরক্ষণের সমস্যার সমাধানে বাজারটির আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। প্রায় ২০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই ফুলবাজারকে নতুন পরিকাঠামোয় সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি জগন্নাথ ঘাটের সৌন্দর্যায়নেও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। চারতলা বহুতলের মধ্যে বাজার গড়ে তোলা, ফুলচাষিদের জন্য কোল্ড স্টোরেজ, বিশ্রামাগার এবং আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;সব মিলিয়ে মল্লিকঘাটকে নতুনভাবে সাজানোর পরিকল্পনা সামনে এসেছে। মল্লিকঘাট ফুলবাজার শুধু কলকাতা বা বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মন্দির, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ফুলের সাজসজ্জার জন্য এই বাজারের উপর নির্ভর করেন ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা। তিরুপতি থেকে রাজস্থানের বিভিন্ন মন্দিরেও ফুল সরবরাহের ক্ষেত্রে এই বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা থেকে বিপুল পরিমাণ ফুল নিয়ে আসেন চাষি ও ব্যবসায়ীরা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পর্যাপ্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং উন্নত পরিকাঠামোর অভাবে ফুল নষ্ট হওয়া, বাজারের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠা এবং ব্যবসায়ীদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সেই পরিস্থিতি বদলাতেই নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শনিবার এই বিষয়ে সাংবাদিকদের বিস্তারিত জানান রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, মল্লিকঘাট ফুলবাজারকে চারতলা বহুতলের মধ্যে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফুল নিয়ে আসা চাষিদের জন্য স্বল্পমূল্যে কোল্ড স্টোরেজের ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে ফুল দীর্ঘক্ষণ সতেজ রাখা সম্ভব হবে এবং সংরক্ষণের অভাবে ফুল নষ্ট হওয়ার পরিমাণ কমবে। দূরবর্তী জেলা থেকে আসা ফুলচাষিদের জন্য বিশ্রামাগার তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। বাজারে ব্যবসা করতে আসা চাষিদের যাতে রাত কাটানো কিংবা বিশ্রামের জন্য অসুবিধা না হয়, সেই বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। ফুলবাজারের আধুনিকীকরণের পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন বাজারে প্রচুর পরিমাণে অবিক্রিত ফুল, শুকনো পাতা এবং অন্যান্য বর্জ্য জমা হয়। সেগুলি যথাযথভাবে অপসারণ না হওয়ায় পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় আধুনিক সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রযুক্তির যন্ত্র বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অবিক্রিত ফুল ও বাতিল পাতা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করে নষ্ট করা হবে, যাতে বাজারের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। পাশাপাশি ফুল দিয়ে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী ও পণ্য বিক্রির জন্য পৃথক শোরুম তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। এই প্রকল্প নিয়ে কলকাতা পুরসভায় ইতিমধ্যেই একটি বৈঠক হয়েছে। সেখানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী, পুরসভার কমিশনার ও প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে, কলকাতা পুলিশ, কলকাতা পোর্টের আধিকারিক এবং জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের বিধায়ক বিজয় ওঝা-সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি, জমি ও পরিকাঠামো, ব্যবসায়ীদের সুবিধা এবং আধুনিকীকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রীর দাবি, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই তিনটি বৈঠক করা হয়েছে এবং দ্রুত কাজ শুরু করার বিষয়ে তাঁরা আশাবাদী। অন্যদিকে, মল্লিকঘাটের পাশাপাশি জগন্নাথ ঘাটেরও আমূল সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফুলবাজারে আসা ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ, পুণ্যার্থী এবং পর্যটকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে ঘাটের পরিবেশ উন্নত করা হবে। বিধায়ক বিজয় ওঝার দাবি, ২০০৭ সালের পর ফুলবাজারের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এবার বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যে ফুল রপ্তানির ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে চাইছে রাজ্য। কল্যাণ চক্রবর্তীর কথায়, মল্লিকঘাটে ফুলের চাহিদা বিপুল হলেও উপযুক্ত সংরক্ষণ ও বণ্টন ব্যবস্থার অভাবে বহু ফুল অকারণে নষ্ট হয়। নতুন পরিকল্পনা কার্যকর হলে ব্যবসায়ীদের সুবিধা বাড়বে, ফুলচাষিরা লাভবান হবেন এবং বাজারের পরিবেশও উন্নত হবে। প্রায় দুই শতাব্দীর ঐতিহ্য বহনকারী মল্লিকঘাট ফুলবাজার এবার আধুনিক পরিকাঠামোয় নতুন পরিচয় পাবে কি না, তা নির্ভর করছে পরিকল্পনার দ্রুত বাস্তবায়নের উপর।

‘বৃহন্নলা ব্রিগেড’ গঠনের উদ্যোগ রাজ্যের, প্রকৃত তৃতীয় লিঙ্গ চিহ্নিত করতে বিশেষ অভিযান পুলিশের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ বৃহন্নলাদের মূলস্রোতের কর্মজীবনে যুক্ত করে বিকল্প জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। সম্পত্তি কর আদায় থেকে শুরু করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের মতো বিভিন্ন দায়িত্বে বৃহন্নলাদের নিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই প্রথমে প্রকৃত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের চিহ্নিত করে একটি নির্ভুল তালিকা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের মতে, এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃত বৃহন্নলাদের পরিচয় নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, তাঁদের পরিচয় ব্যবহার করে বিভিন্ন জায়গায় প্রতারণা, তোলাবাজি কিংবা ভিক্ষাবৃত্তির অভিযোগ সামনে এসেছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা, হাওড়া ও বিধাননগরের সমস্ত থানা এলাকায় বিশেষ নজরদারি ও অনুসন্ধান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশের এই অভিযানের মাধ্যমে প্রকৃত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের চিহ্নিত করার পাশাপাশি বৃহন্নলা পরিচয়ে থাকা ছদ্মবেশীদেরও শনাক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। অনুসন্ধান ও স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পরই চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হবে। সেই তালিকার ভিত্তিতে পরবর্তী নিয়োগের কাজ এগোবে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে আগামী জানুয়ারি মাস থেকেই ‘বৃহন্নলা ব্রিগেড’ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এই উদ্যোগের মাধ্যমে বৃহন্নলাদের কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি করতে চাইছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সম্পত্তি কর আদায়, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং পুরসভার বিভিন্ন দায়িত্বে তাঁদের যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষিত বৃহন্নলাদের সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে কাজের সুযোগ দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের প্রস্তুতির জন্য নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব মৌমিতা গোদারা বসুর নেতৃত্বে একটি বিশেষ স্ক্রিনিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির দায়িত্ব হবে বৃহন্নলাদের পরিচয় যাচাই, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকৃত উপভোক্তাদের চিহ্নিত করে নিয়োগের উপযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করা। থানা ভিত্তিক তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে পুরনো ট্রান্সজেন্ডার সংগঠনগুলির সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের আশা, সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির সহযোগিতায় পরিচয় যাচাইয়ের কাজ আরও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এই উদ্যোগের ক্ষেত্রে মুম্বই মডেল অনুসরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের। মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ে ইতিমধ্যেই ট্রাফিক বিধি কার্যকর করার কাজে বৃহন্নলাদের যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাতেও বৃহন্নলাদের বিভিন্ন জনপরিষেবামূলক কাজে নিয়োগ করতে চাইছে সরকার। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সামাজিক স্বীকৃতি ও আত্ম ত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধিও এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বৃহন্নলা পরিচয় ব্যবহার করে কিছু ব্যক্তির ভিক্ষাবৃত্তি, তোলাবাজি ও বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগও সামনে এসেছে। ট্রাফিক সিগন্যালে অর্থ সংগ্রহ কিংবা বাড়িতে গিয়ে সদ্যোজাতদের স্বাগত জানানোর নামে অর্থ দাবি করার সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যক্তি প্রকৃত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ নন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়ে বৃহন্নলা ও রূপান্তরকামীদের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারকে তথ্য দেওয়া হয়েছে। স্টেট ট্রান্সজেন্ডার বোর্ড’-এর স্ক্রিনিং কমিটির অন্যতম সদস্য ড. রঞ্জিতা সিনহা পুরমন্ত্রীকে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। তাঁর অভিযোগ, গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ থেকে আসা কিছু বৃহন্নলা পরিচয়ধারী ব্যক্তি কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি পূর্ববর্তী সরকারের বিরুদ্ধে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জন্য কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়া এবং ভোটের স্বার্থে বাংলাদেশি বৃহন্নলাদের প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। সব মিলিয়ে, কর্মসংস্থান ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ‘বৃহন্নলা ব্রিগেড’ প্রকল্প চালুর আগে পরিচয় যাচাইয়ের প্রক্রিয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য। আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে অনুসন্ধান শেষ করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা গেলে জানুয়ারিতে নিয়োগের প্রাথমিক ধাপ শুরু হতে পারে। তবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন, নিয়োগের নিয়ম এবং দায়িত্ব বণ্টন সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশিকা এখনও সামনে আসেনি।

পেট্রোল ভরেই বিকল গাড়ি, জ্বালানি পরীক্ষায় বেরোল জল ! জগৎবল্লভপুরের পাম্প ঘিরে ক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ পেট্রোল ভরার পর গাড়ি বিকল, ট্যাঙ্ক থেকে জ্বালানি বের করে পরীক্ষা করতেই মিলল জল থাকার অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে উত্তেজনা ছড়াল হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের সীতাপুর জোড়া পেট্রোল পাম্পে। অভিযোগ, ওই পাম্প থেকে ১২ লিটার পেট্রোল নেওয়ার পর সামান্য দূর এগোতেই বন্ধ হয়ে যায় এক গ্রাহকের গাড়ি। পরে স্থানীয় গ্যারেজে পরীক্ষা করে জ্বালানির সঙ্গে জল মিশে থাকার বিষয়টি সামনে আসে বলে দাবি তাঁর। ট্যাঙ্ক থেকে জ্বালানি বের করে পাত্রে ঢালতেই জল দেখতে পাওয়ার অভিযোগ তুলে পাম্পে পৌঁছান ওই গ্রাহক। এরপরই ঘটনাকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন একাধিক গ্রাহক। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বোতল ও ড্রামে করে পাম্প থেকে নেওয়া জ্বালানি নিয়ে হাজির হন। অভিযোগ, একই সমস্যায় আরও বেশ কয়েকজন পড়েছেন। জ্বালানির গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুলে পাম্প চত্বরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। গ্রাহকদের অভিযোগ, এই ঘটনার জেরে কেউ অফিসে যেতে পারেননি, আবার কারও জরুরি কাজ ব্যাহত হয়েছে। গ্রাহক শুভাশিস মুখার্জির দাবি, ওই পাম্পের জ্বালানির গুণমান ও পরিমাণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অসন্তোষ রয়েছে। অন্যদিকে, প্রথমে পাম্প কর্তৃপক্ষের তরফে ইথানল মিশ্রণের কারণে সমস্যা হতে পারে বলে জানানো হলেও পরে জ্বালানিতে জল থাকার বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে বলে গ্রাহকদের অভিযোগ। জ্বালানি সরবরাহের আগে যথাযথ পরীক্ষা করা হয়েছিল কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার পর আপাতত ওই পাম্পে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জ্বালানির গুণমান পরীক্ষা করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সিকে বিড়লা-সিএমআরআই হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে স্কুল পড়ুয়াদের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি ‘আরোগ্য চেতনা’-র সূচনা



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে এক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সি কে বিড়লা হসপিটালস-সি. এম. আর. আই.। ক্লাসিক এডুকেশন ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় যৌথভাবে চালু হল ‘আরোগ্য চেতনা’ নামে একটি পাইলট স্বাস্থ্য কর্মসূচি। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলা এবং সুস্থ জীবনযাপনের অভ্যাস সম্পর্কে তাদের অবহিত করা। এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৭ নভেম্বর, ২০২৬, সন্ধ্যা ৭টায় কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলের ক্রিস্টাল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এই সহযোগিতা মূলক উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের স্কুলপড়ুয়াদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সচেতনতা এবং সুস্থ জীবনযাপনের বিষয়ে উৎসাহিত করার পাশাপাশি একটি সুস্থ, নিরাপদ ও সচেতন প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ, মিনিস্টার অফ স্টেট (ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জ) ফর ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস, ডাঃ শঙ্কর ঘোষ, ডাঃ সোমব্রত রায়, মিঃ সৈকত রায়, সিএমআরআই-এর বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ এছাড়াও সি ই ফাউন্ডেশন টীম থেকে মিসেস পোলা কর বিশ্বাস এবং মিঃ অনির্বাণ বিশ্বাস। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল ছোটবেলা থেকেই শিশুদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞান, প্রাথমিক নিরাপত্তা বিষয়ক দক্ষতা এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। সুপরিকল্পিত সচেতনতামূলক ও প্রশিক্ষণমূ লক কর্মসূচির মাধ্যমে পড়ুয়াদের সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি চিহ্নিত করতে এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আরও সচেতন ও আত্ম ত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম করে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। ‘আরোগ্য চেতনা’ কর্মসূচির মূল বিষয়গুলো হল প্রাথমিক চিকিৎশু সা প্রশিক্ষণ সাধারণ জরুরি পরিস্থিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি এবং যথাযথ পদক্ষেপ সম্পর্কে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। গুড টাচ ও ব্যাড টাচ সম্পর্কে সচেতনতা শিশুদের ব্যক্তিগত সীমানা সম্পর্কে সচেতন করা, অনুপযুক্ত আচরণ চিহ্নিত করতে শেখানো এবং কখন ও কীভাবে সাহায্য চাইতে হবে সে বিষয়ে অবহিত করা হবে। স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। নিরাপত্তা সচেতনতা অগ্নি নিরাপত্তা, ধারালো বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা, বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা, অপরিচিত ব্যক্তিদের থেকে নিরাপদ থাকা এবং পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে পড়ুয়াদের শিক্ষিত করা হবে। সিকে বিড়লা হাসপাতালের জোনাল হেড ডাঃ সোমব্রত রায় বলেন, ‘স্বাস্থ্য সচেতনতার শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই শুরু হওয়া অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্কুলগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ‘আরোগ্য চেতনা’-র মাধ্যমে আমরা হাসপাতালের গণ্ডি পেরিয়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান কে স্কুল ও শিক্ষার্থী মহলের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। এর মাধ্যমে পড়ুয়াদের প্রাথমিক চিকিৎসা, ব্যক্তিগত সীমানা সম্পর্কে সচেতনতা এবং দৈনন্দিন জীবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবহারিক দক্ষতা শেখানো হবে। আমরা বিশ্বাস করি, ছোটবেলা থেকেই শিশুদের এই বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তারা আরও সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, জরুরি পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে সাড়া দিতে পারবে এবং দায়িত্বশীল স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আমাদের এই সহযোগিতা প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য শিক্ষাকে আর ও সহজলভ্য ও সর্বজনীন করে তোলার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার এই প্রতিফলন। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে আমরা আরও বেশি সংখ্যক পড়ুয়ার কাছে পৌঁছতে এবং একটি সুস্থ, নিরাপদ ও সচেতন প্রজন্ম গড়ে তুলতে অবদান রাখতে চাই।’ একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি হিসেবে পরিকল্পিত ‘আরোগ্য চেতনা’-র লক্ষ্য হল স্কুলগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। পাশাপাশি, শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই শিশুদের কাজে লাগবে এমন বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী স্কুল, পড়ুয়া এবং স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কাছ থেকে কোনও অর্থ নেওয়া হবে না। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই উদ্যোগ পরিচালিত হবে, যাতে আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে কেউ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সচেতনতা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। ‘আরোগ্য চেতনা’-র মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সিকে বিড়লা হাসপাতাল-সিএমআরআই প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবার ধারণা কে হাসপাতালের পরিসর থেকে স্কুল ও শিক্ষার্থী মহলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করল। স্বাস্থ্য সচেতনতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং শৈশব থেকেই সঠিক শিক্ষার প্রসার একটি সুস্থ ও নিরাপদ সমাজ গঠনের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি;এই বার্তা কেই আরও সুদৃঢ় করল এই যৌথ উদ্যোগ।

বিতর্কের মধ্যেই বদলি ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি প্রসেনজিৎ কর, নতুন দায়িত্বে সঞ্জয় দে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি পদে রদবদল। বদলি করা হল বর্তমান আইসি প্রসেনজিৎ করকে। তাঁকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ডি আই বি-র ইন্সপেক্টর পদে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবার থানার নতুন আইসি হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন সঞ্জয় দে। তিনি বর্তমানে হাওড়া জিআরপির ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। নবান্ন থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ আধিকারিকদের এই রদবদলের কথা জানানো হয়েছে। শুধু ডায়মন্ড হারবার নয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক থানার আইসি পদ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৪৭ সংখ্যা, রবিবার , ৫ অগ্রাহয়ণ, ১৪৩৩

ইতিহাসবিদ ননীগোপাল

যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়, সেই সিন্ধ তাঁকে মনে রেখেছে, বাঙালি রেখেছে কি? বলেছিলেন আমরা ভালো আছি। চিন্তার কোনো কারণ নেই। এ স্থানটি অতি স্বাস্থ্যকর, জলহাওয়া বেশ ভালো। ২৪শে ডিসেম্বরের মধ্যেই আমি কলকাতায় ফিরব। কিন্তু তাঁর আর ফেরা হয়নি। ২০০ মাইল পায়ে হেঁটে তাম্রপ্রস্তর যুগের ছয়টি স্থান আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি জানতেন না, আর ফেরা হবে না তাঁর। স্ত্রী স্নেহলতা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রেখে গিয়েছিলেন সিলেটে শ্বশুরের কাছে। সেখানেই টেলিগ্রাম এল তিনি নিহত হয়েছেন। তাঁদের ক্যাম্প হয়েছিল সিন্ধুপ্রদেশের দাদু জেলায় জোহি-র কাছে 'রোহেলজি কুন্ড' নামক এক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে। সেখানেই ১৯৩৮ এর ১১ নভেম্বর সকালে উপজাতীয় হুর দস্যুদের আক্রমণে দিনের আলোয় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন তিনি। সবটাই ভুল বোঝাবুঝি। ৮ই নভেম্বরে পাঠানো টেলিগ্রাম যখন ১৩ নভেম্বর তাঁর স্ত্রী পেয়েছিলেন, তখনও তিনি জানেন না, ১১ নভেম্বর তাঁর স্বামী ইহজগৎ ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি জানেন না আর দুদিনের মাথায় সেই সাংঘাতিক খবরটি আসবে। শেষ পর্যন্ত সিলেটে এসে পৌঁছেছিল তাঁর স্বামীর ভস্ম। নিজের ৪১তম জন্মদিনের মাত্র কয়েকদিন আগেই অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয় তাঁকে। তিনি প্রায় বিস্মৃত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ ননীগোপাল মজুমদার। মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার করেছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সবাই জানি আমরা। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃতি যে কতখানি বিশাল বা নাগরিক সভ্যতার আগেও তার একটি গ্রামীণ পর্যায় ছিল - এই ঐতিহাসিক সত্যগুলির আবিষ্কর্তা ননীগোপাল মজুমদার। চানহুদারো সহ সিন্ধু সভ্যতার প্রায় ৬২টি প্রত্নস্থল তিনি আবিষ্কার করেন। প্রথমে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু প্রদেশে জরিপের কাজ করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে, নিম্ন সিন্ধু উপত্যকায় প্রায় ৪৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই জনবসতি ছিল। এরপর অল্প সরকারি অনুদান কাজে লাগিয়ে ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে, তিনি মহেঞ্জোদারোর কাছে 'ঝুকার' প্রত্নকেন্দ্রটি খনন করেন। ঝুকার সংস্কৃতি সিন্ধু সভ্যতার পরিণত পর্বের পরেও তার বহমানতাকে চিহ্নিত করে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে 'থারো পাহাড়' এবং 'চানহুদারো' নামক আরও দুটি নতুন স্থান আবিষ্কার করেন। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই চানহুদারোর নাম বা গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এছাড়াও কীর্থার পর্বতমালা বরাবর অনুসন্ধান চালিয়ে প্রায় ৩২ টা প্রত্নস্থল তিনি আবিষ্কার করেন যেগুলো সিন্ধু সভ্যতার সময়সীমা অন্তত আজ থেকে সাত হাজার বছর পূর্বে নির্দেশ করে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের যশোহরের দেবরাজপুরে ননীগোপালের জন্ম। বাবা বরদাপ্রসন্ন মজুমদার ছিলেন একজন চিকিৎসক। মা সরোজিনী দেবী। ননীগোপাল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে প্রথম হয়ে এম.এ পাশ করেন এবং ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ও গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল প্রাচীন খরোষ্ঠী লিপিমালা। এরপর চার বছরের অধ্যাপনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তারপর যোগ দেন রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অধ্যক্ষ পদে। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায় যোগ দেন।

আচার্য দীনেশচন্দ্র

সাহিত্যিক এবং বাংলাভাষার ইতিহাসবিদ আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন । জন্ম- ৩ নভেম্বর, ১৮৬৬ সালে। ১৮৯৬ সালে দীনেশচন্দ্রের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য শীর্ষক একটি আকরগ্রন্থ প্রকাশিত হয় যা তাঁর দীর্ঘ গবেষণার ফসল। তিনি উপাচার্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহবানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। প্রথমে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ পরীক্ষার বাংলা বিষয়ের পরীক্ষক (১৯০৫), পরে রীডার পদে (১৯০৯) নিযুক্তি লাভ করেন। ১৯১০ সালে মনোনীত হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য। ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর History of Bengali Language and Literature গ্রন্থ। এ গ্রন্থের জন্য তিনি পাশ্চাত্যের গবেষক ও সাহিত্য-সমালোচকদের কাছ থেকে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ' পেয়ে (১৯১৩) তিনি মৈমনসিংহ-গীতিকাসহ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা (চার খন্ড, ১৯২৩-১৯৩২) এবং এর ইংরেজি ভাষ্যে Eastern Bengal Ballads (চার খন্ড, ১৯২৩-১৯৩২) সংকলন ও সম্পাদনা করেন। বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য বিলুপ্তি থেকে উদ্ধার এবং এ সাহিত্য বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এসব সাহিত্যকর্ম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে এবং তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। কিশোর বয়স থেকে দীনেশচন্দ্র সেন সাহিত্য-অনুরাগী ছিলেন। কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ কুমার ভূপেন্দ্রসিংহ (১৮৯০)। এটি একটি আখ্যান কাব্য। দেশের সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমতা। এ মমতা তাঁকে দেশপ্রেম, কবিবন্দনা এবং অতীতের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। কুমিল্লায় অবস্থানকালে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রাচীন বাংলার পুথি সংগ্রহ করেন। ব্যাপক শ্রমসাধ্য এ কাজে তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন এবং দীর্ঘ সময়ের গবেষণায় কুমিল্লা থেকে ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য শীর্ষক একটি আকরগ্রন্থ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর এটি একটি সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণাগ্রন্থ যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ সমকালের পন্ডিতদের প্রশংসা লাভ করে। এ অসাধারণ গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় দীনেশচন্দ্র সেন এ বিষয়ে পথিকৃৎ-এর সম্মান ও পান্ডিত্যের স্বীকৃতি লাভ করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। সত্যকে নিয়ে কাজ করতে হবে। মাতৃ শক্তি এবং মাতৃভক্তিকে সবার মনে জাগরিত করতে হবে। উন্নয়নের কাজ করতে হবে। ভক্তিভরে কাজ করতে হবে। তবেই সিদ্ধ সাধনা লাভ করা সম্ভব। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী।

সাধক রামপ্রসাদ



সাধক রামপ্রসাদ বলছেন, শ্যামা মায়ের সেবা কর। শুধু রামপ্রসাদকে নিজের সন্তানের মতো মা শ্যামা ভালোবাসতেন। শ্যামা মা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলতেন, রামপ্রসাদ আমার প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে আমার ভালো করে ঘুম হয় না। প্রতিদিন ভক্ত রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত শুনতেন মা কালী। রামপ্রসাদ তো একেবারে শ্যামা সঙ্গীত গান গেয়ে বিহ্বল হয়ে যেতেন। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। মাতৃভক্তদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ মাতৃভক্তরা সব সময়ে সত্যের পুজারি। তারা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী। রামপ্রসাদ সব সময়ে মা শ্যামাকে নিয়ে গান রচনা করে চলতেন। ভক্তি মাকে কাছে টেনে নিয়ে আসে? যার ভক্তি রয়েছে, সাধনা রয়েছে, তিনি সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। তিনি মা শ্যামার দর্শন লাভ করতে পারেন। একবার শ্যামা মা দর্শন লাভ করলে যে শক্তি পাওয়া যাবে তা দিয়ে সারা জীবন অপশক্তির সঙ্গে লড়াই কর।

রাজ্যে সর্পদংশনের ঘটনা বৃদ্ধিতে বাড়ছে উদ্বেগ

অমিত লাহা

গত কয়েক বছরে রাজ্যে সর্পদংশনে মৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা রীতিমতো উদ্বেগের। ২০২৪-২৫ মরশুমে পশ্চিমবঙ্গে সর্পদংশনে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার। এরমধ্যে সর্পদংশনে রোগীর মৃতের সংখ্যা ছিল ১৫০-এর কাছাকাছি। চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত সর্পদংশনে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কতো তার পূর্ণাঙ্গ সরকারি তথ্য প্রকাশিত না হলেও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ করে আন্দাজ করা হচ্ছে গত মরশুমের থেকে এ মরশুমে সর্পদংশনে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে। সর্পাঘাতে আক্রান্ত রোগীর বেশির ভাগই মূলত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির বাসিন্দা। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সর্পদংশনে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় বেশ কম। কলকাতা সংলগ্ন নিউটাউন অঞ্চল থেকে ইদানিং বেশ কিছু মানুষকে সাপে কামড়ানোর খবর পাওয়া গেছে। বছর খানেক আগে চাকরির পরীক্ষা দিতে এসে নিউটাউনের ফুটপাতে সর্পদংশনে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় ভিন রাজ্যের এক যুবকের। সম্প্রতি নিউটাউনের অটো স্ট্যান্ডে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় এক অটো চালকের। এই ঘটনার পর প্রশাসনের তরফ থেকে নিউটাউনের সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অ্যান্টিভেনাম মজুত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকদের সর্পদংশনের চিকিৎসার প্রশিক্ষণ ও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কলকাতার আনন্দপুরের হেরিটেজ স্কুল ও ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউসন স্কুলের দুই পড়ুয়া স্কুলের মধ্যেই সর্পদংশনে আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে সাপ দুটি নির্বিষ ছিল বলে জীবনহানির ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। পরিবেশবিদদের মতে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে নগরায়নের ফলে সাপ তার বাসস্থান হারিয়ে লোকালয়ে আশ্রয় খুঁজছে। এর ফলে সর্পদংশনের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরায়ন যেহেতু থেমে থাকবে না, সুতরাং ভবিষ্যতে সাপে মানুষে সংঘাত যে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য। তাই রাজ্যের সর্বত্র সর্পদংশনের চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানোর উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। একটা সময় ছিল যখন গ্রামে - গঞ্জের মানুষকে সাপে কাটলে ওঝা, গুণিন ছিল প্রধান ভরসা। সাপে কাটলে রোগীকে ওঝা, গুনিনের কাছে নয়,হাসপাতালে নিয়ে যান। বিজ্ঞানকর্মীদের দীর্ঘদিনের এই প্রচার কর্মসূচির ফলে গ্রামে - গঞ্জের বেশিরভাগ মানুষ আজকাল সাপে কাটা রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে হাসপাতালে আনার পরও বেশ কিছু সাপে কাটা রোগীর মৃত্যু হচ্ছে। এর প্রথম কারণ যদি হয় প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চল থেকে হাসপাতালে পৌঁছতে বিলম্ব। তাহলে দ্বিতীয় কারণ হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টিভেনামের অভাব। রোগীকে নিয়ে এক হাসপাতাল থেকে অন্য



হাসপাতালে ঘুরতে ঘুরতে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। সর্পদংশনে আক্রান্ত রোগীর ভিড় মূলত বেশি হয় সদর হাসপাতালে। এতো বেশি রোগীর চাপের ফলে অ্যান্টিভেনামের ঘাটতি দেখা দেয়। প্রতিটি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যদি অ্যান্টিভেনাম রাখার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান আসা করা যায়। তবে শুধু অ্যান্টিভেনামের যোগান বাড়লেই সমস্যা মিটবে না। সর্পদংশনে আক্রান্ত রোগীর শরীরে অ্যান্টিভেনাম প্রয়োগ করার নির্দিষ্ট একটি প্রোটোকল আছে। সে বিষয়ে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত সরকারি,বেসরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। রাজ্যের সর্বত্র অ্যান্টিভেনাম সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরের নিয়মিত নজরদারির ও প্রয়োজন আছে। বেশ কিছুদিন ধরে অ্যান্টিভেনামের কার্যকরিতা নিয়ে চিকিৎসক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ করে দেয়। সম্প্রতি ভাঙরের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি বিধানসভায় পেশ করা তাঁর বক্তব্যে পুনরায় যাতে বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে অ্যান্টিভেনাম উৎপাদন শুরু করা যায় সে বিষয়ে রাজ্য সরকার কে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করেন। চিকিৎসকদের মতে দক্ষিণ ভারতের সাপের বিষের ডিএনএ দিয়ে তৈরি প্রচলিত অ্যান্টিভেনাম কালাচ ও চন্দ্রবোড়ার মতো বাংলার স্থানীয় সাপের বিষকে নিষ্ক্রিয় করতে ব্যার্থ হচ্ছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে যদি পুনরায় বাংলার স্থানীয় সাপের বিষের ডিএনএ দিয়ে অ্যান্টিভেনামের উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয় তাহলে অ্যান্টিভেনামের যোগান ও কার্যকরিতা দুই বাড়বে। হাসপাতালে এনেও যদি সাপে কাটা রোগীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে থাকে তাহলে সাপে কাটলে গ্রাম - গঞ্জের মানুষ পুনরায় ওঝা, গুনিনের দ্বারস্থ হবে। ওঝা, গুনিনের ঝাড়ফুঁকে ও যে কিছু সাপে কাটা রোগীর প্রাণ বাঁচে সে কথা সত্য। আমাদের দেশের বেশিরভাগ সাপ নির্বিষ। এই নির্বিষ সাপে দংশন এক দেশ শ্রীলঙ্কা যেখানে প্রচুর পরিমাণে বিষধর সাপ পাওয়া যায় সেখানেও সর্পাঘাতে মৃত্যুর হার ভারতের থেকে কম। কারণ এই দেশগুলিতে সর্পাঘাতের চিকিৎসায় ব্যবহৃত অ্যান্টিভেনামের মান ভারতের থেকে উন্নত। সরকারি হিসেবে ভারতে প্রতিবছর সর্পাঘাতে ৫৮ থেকে ৬০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। যা সারা পৃথিবীতে সর্পাঘাতে মৃতের সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। এই ভয়াবহ পরিসংখ্যান তখনই বদলাবে যখন বেঙ্গল কেমিক্যালের মতো স্থানীয় সংস্থা পুনরায় অ্যান্টিভেনাম উৎপাদন করবে। যে অ্যান্টিভেনামে চন্দ্রবোড়া, কালাচের মতো স্থানীয় সাপের বিষের ডিএনএ ব্যবহার করা হবে। নইলে শুধুমাত্র তামিলনাড়ু থেকে আমদানি করা প্রচলিত অ্যান্টিভেনাম দিয়ে এ রাজ্যে সর্পাঘাত জনিত মৃত্যু রোধ করা কার্যত অসম্ভব। সরকারি স্তরে এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। নাহলে আগামীদিনে সর্পাঘাতে বহু মানুষের জীবন দীপ অকালে নিভে যাবে।

বিয়াধ টাওয়ারে হামলা

বিশেষ প্রতিবেদক

৯/১১-র স্মৃতি ফিরিয়ে রিয়াধ টাওয়ারে ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হাউথিদের। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহ আরও ঘনীভূত করে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধে বড়সড় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল ইরান সমর্থিত বিদ্রোহী গোষ্ঠী হাউথি। গত শুক্রবার দুপুরে রিয়াধের



বাণিজ্যিক এলাকার অন্যতম দৃষ্টিনন্দন ও আকাশচুম্বী ভবন 'রিয়াধ টাওয়ার'-এ সরাসরি আছড়ে পড়ে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র। এই নজিরবিহীন হামলার দৃশ্য বিশ্বজুড়ে ফিরিয়ে এনেছে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন টাওয়ারে আল কায়দার সেই ভয়াবহ নাশকতার স্মৃতি। বিস্ফোরণের তীব্রতায় আকাশচুম্বী ভবনটির মাঝের অংশে দাউদাউ করে আগুন ধরে যায় এবং কংক্রিটের চাঙড় খসে নিচে পড়তে থাকে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ব্যস্ত সময়ে হঠাৎই বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে রিয়াধের বাণিজ্যিক কেন্দ্র। মুহূর্তের মধ্যে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা।

ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে রিয়াধ টাওয়ার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বিস্ফোরণের অভিঘাতে আশপাশের বেশ কয়েকটি বহুতল ভবনের জানালার কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এবং কাঠামোগত ক্ষতি হয়।

ঘটনার পরপরই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ছবি ও ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বিশাল ওই অট্টালিকার মধ্যবর্তী তলগুলি থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বেরিয়ে আসছে এবং আতঙ্কিত মানুষজন প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটাছুটি করছেন। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সৌদি আরবের দমকল বাহিনী, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর এবং নিরাপত্তারক্ষীরা।

গোটা বাণিজ্যিক এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। দীর্ঘ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার প্রক্রিয়া শুরু হলেও ভবনটির বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এত বড় মাপের হামলার পরেও সৌদি সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানি বা হতাহতের খবর নেই। নিরাপত্তা ব্যবস্থার তৎপরতায় বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি আরব ও হাউথি বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘাত চরমে পৌঁছেছে। এর আগেও সৌদির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও ধর্মীয় শহরের দিকে হামলার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল হাউথিদের বিরুদ্ধে, যা ঘিরে সৌদিতে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য সতর্কবার্তাও জারি করেছিল নয়াদিল্লি।

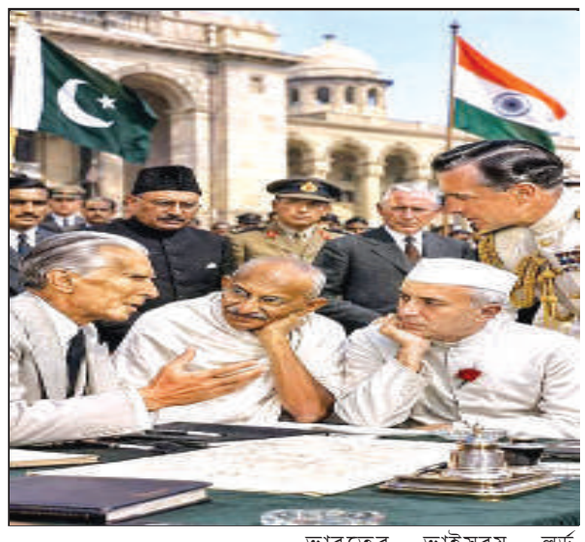
এদিনের রিয়াধ টাওয়ারে হামলার ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও অস্থির করে তুলল। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এমন একটি বাণিজ্যিক প্রতীকে হামলা চালিয়ে হাউথিরা সরাসরি সৌদি প্রশাসনকে কড়া বার্তা দিতে চেয়েছে। বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে সৌদি আরবের গোয়েন্দা বিভাগ। সূত্র খুঁজে বের করারর চেষ্টা করছে।

এই ঘটনার পর রিয়াধ জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে এবং আকাশসীমায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

ব্রিটেন এবং জিন্নার অপকৌশলের কাছে স্বপ্নভগ্ন হল অখণ্ড স্বাধীন ভারতপন্থীদের

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯৪৭ সাল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের সাল। কিন্তু কোন স্বাধীন ভারত ভারতের জনগণের হাতে এসে উপস্থিত হল তা নিয়ে আজও বিতর্ক দানা বেঁধে রয়েছে। কেন ভারতকে খণ্ডিত করে স্বাধীনতা দেওয়া হল তার পিছনে কী রহস্য রয়েছে তাও আজ সকলের কাছে অজানা রয়ে গিয়েছে। অখণ্ড স্বাধীন ভারতকে স্বাধীনতা দিতে কোথায় ব্রিটিশ সরকারের বাধা ছিল তার রহস্য ভেদ করা এখনও সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হয়েছে। জাপান জার্মান পরাজিত। মিত্র শক্তি আমেরিকা, রাশিয়া এবং ব্রিটেন ত্রিশক্তি বিশ্বের তখন অধিশ্বর। তারা তখন যা ভাবছে তাকে বাস্তবে রূপ দিতে তৈরি। সেই যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হল অখণ্ড স্বাধীন ভারতের চিন্তাকে। যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিপ্লবীরা রক্ত দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল তা বিফলে চলে গেল ব্রিটিশ কূটনৈতিক চালে। ভারতকে ভাগ করে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত অগ্রাধিকার পেল। এর জন্য ব্রিটিশ ও আমেরিকার কূটকৌশল বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হতেই ব্রিটেন আমেরিকা এক দিকে অন্য দিকে রাশিয়া একা হয়ে পড়ল। রাশিয়াকে আটকাতে ব্রিটেন এবং আমেরিকা ঐক্যবদ্ধ হল। তার ফলে ইউরোপ জুড়ে রাশিয়া যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল সেখানে ভাগ বসাতে শুরু করলো আমেরিকা এবং ব্রিটেন। জার্মানকে দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। পশ্চিম জার্মানের ওপরে আমেরিকা এবং ব্রিটেন আধিপত্য বিস্তার করলো। আর রাশিয়া পূর্ব জার্মানে গিয়ে উপস্থিত হল। জাপানের ওপরে আমেরিকা কর্তৃক ফলাতে শুরু করল। ব্রিটেন তখন আমেরিকা মুখাপেক্ষী। ফলে আমেরিকা যা বলছে তাই ব্রিটেন শুনছে। ব্রিটেন আর্থিক অবস্থা ক্রমশ কাহিল। আমেরিকার সাহায্য নিয়ে ব্রিটেন চলছে। আমেরিকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ব্রিটেনকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী দেশে পরিণত লাভ করে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের তৃতীয় মহা শক্তিশালী দেশ হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তখন আমেরিকা, রাশিয়া এবং ব্রিটেনের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেই চিন্তা করেই ভারতকে খণ্ড করে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত অগ্রাধিকার পায় ব্রিটিশ প্রশাসন।



করবে। ব্রিটেন আর উপনিবেশ গুলির চাপ গ্রহণ করতে অপারগ হয়ে গেল। উপনিবেশগুলি স্বাধীন করে ব্রিটিশ স্বার্থকে বজার রাখার দিকে বিশেষ নজর দিতে থাকে। তার ফলে সারা বিশ্বে অধিকাংশ ব্রিটিশ উপনিবশগুলি এই সময়ে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ভারতের ওপরে কালো অন্ধকার নেমে এসেছিল। অখণ্ড ভারত স্বাধীনতা পাওয়া যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল ভারতবাসীরা সেখানে কালি ফেলে দিল ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতের জাতি দাঙ্গাকারী রাজনৈতিক নেতারা। জাতি দাঙ্গা কারী রাজনৈতিক নেতারা প্রমাণ করে দিল যে ভারতকে হিন্দু এবং মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় খণ্ড করে দিতে হবে। যদি অখণ্ড ভারত স্বাধীনতা ভারতের ভাইসরয় লর্ড ম্যাউন্টব্যাটেন ভারতে এসেছিলেন খণ্ড ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দুই পক্ষের কাছ থেকে ব্রিটিশ স্বার্থকে রক্ষা করা। ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল স্বাধীন ভারত এবং পাকিস্তান কমনওয়েলথের সদস্য থাকবে এবং সেখানে ব্রিটিনের রানীর মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেবে। স্বাধীন ভারত আজও কমন ওয়েলথের সদস্য। খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতাকে রংখতে চেষ্টা করেছিলেন গান্ধিজি। কিন্তু তাঁর হাত থেকে পরিস্থিতি ক্রমশ বাইরে চলে যায়। তিনি তখন একেবারে অসহায়। তাঁর পাশে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল না। তিনি তখন একা। অন্য দিকে মহম্মদ আলি জিন্না তখন মুসলিমদের জন্য স্বাধীন দেশ গড়ার স্বপ্নে বিভোর। তাঁকে সঠিক পথে ধরে আনতে বহুবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন গান্ধিজি। এদিকে ব্রিটিশ প্রশাসন মহম্মদ আলি জিন্নাকে পাশে এসে উপস্থিত। ভারতে বহু জাতি বসবাস করে। বৌদ্ধ, জৈন, পার্শি, পাঞ্জাবি সহ আরও অন্য জাতিরা কিন্তু ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা দেখার স্বপ্ন দেখেনি। মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য ভিন্ন সুর তুলে আন্দোলন করতে শুরু করে দিলেন মুসলিম লিগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না। যে গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে ভারতে অহিংসা এবং সত্যাগ্রহণ আন্দোলন শুরু করে ব্রিটিশ মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য একটি আপোষহীন সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সেই নেতা গান্ধিজি পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শক্তির কাছে কাগুজে নেতাতে পরিণত হয়ে গেলেন। মুললিম লিগের নেতা জিন্না ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে প্রনিধানযোগ্য হয়ে উঠতে শুরু করেন। ভারত স্বাধীনতা লাভ করতে পারে এই রকম একটি আবহাওয়া তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের অবস্থান ক্রমশ পটপরিবর্তন হতে শুরু করে। গান্ধিজি ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন গড়ে তুললে তাকে ব্রিটিশ প্রশাসন ভালো নজরে দেখে নি। আর সেটাকে অস্ত্র করে মুসলিম লিগের নেতা জিন্না ব্রিটিশ প্রশাসনের গা ঘেঁষে চলতে শুরু করে দিল। ব্রিটিশ সরকারের সব রকমের স্বার্থকে রক্ষা করার ব্রত পালন করলেন জিন্না সাহেব। ফলে ব্রিটিশ শক্তি একটি ভরসা পেল। আর এটাই ভারত ভাগের মূল কারণ হয়ে গেল। বাংলা এবং পাঞ্জাবের ওপরে ব্রিটিশ সরকারের একটি গোপন রাগ ক্রমশ প্রকাশ পেতে শুরু করে। ১৯০৫ সালে লড কার্জনের সময় থেকেই বাংলা ভাগ করে বাংলার শক্তিকে একেবারে বিনষ্ট করে দেওয়ার যে রূপরেখা ব্রিটিশ সরকার তৈরি করেছিল তাকে স্থায়ীভাবে বাস্তবায়িত করতে মুসলিম লিগের বাংলার নেতারা ১৯৮৬ সালে গ্রেটার কিলিং হত্যালীলা শুরু করেছিল। পাঞ্জাবের ওপরে একটি মাত্র রাগ ছিল যে গদর পার্টি থেকে শুরু করে ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিদেশে পাঞ্জাবিরা ক্রমশ ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীন ভ

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পূর্বস্থলীর ফুল চাষ! গাছের গোড়ায় জমেছে জল, বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কায় দিশেহারা চাষিরা

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২১ নভেম্বর ঃ ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে গত দু'দিন ধরে একটানা



বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পূর্বস্থলীর ফুল চাষ। বৃষ্টির জলে ফুলের জমি কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ফুল গাছের গোড়ায় জমে রয়েছে জল। অন্যদিকে, বৃষ্টির জল পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে গাছে ফোটা ফুলগুলির। সব মিলিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কা করছেন পূর্বস্থলী ও পলাশফুলি এলাকার ফুল চাষিরা। পূর্বস্থলীর বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু কৃষক ধান বা শীতকালীন সবজির পরিবর্তে ফুল চাষের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে এই এলাকার বহু জমিতে শীতকালীন গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, অ্যাস্টার, বেবি ডল-সহ বিভিন্ন ধরনের ফুলের চাষ হয়। সারা বছর এই ফুল চাষের উপর নির্ভর করেই সংসার চলে বহু কৃষক পরিবারের। কিন্তু মরশুমের শুরুতেই টানা বৃষ্টি তাঁদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। চাষিদের আশঙ্কা, বৃষ্টির জলে গাছে ফোটা ফুলের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফুলের উপর অতিরিক্ত জল জমলে ফুল পচে যাওয়া কিংবা বাজারে বিক্রির অনুপযুক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। শুধু তাই নয়, ফুল গাছের গোড়ায় দীর্ঘক্ষণ জল দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা দিতে পারে গোড়া পচা রোগ। এর ফলে ধীরে ধীরে গাছ দুর্বল হয়ে শুকিয়ে যেতে পারে। এমনকি রোদ উঠলেও জল জমে থাকা জমির গাছগুলি বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন চাষিরা। ফুল চাষের ক্ষেত্রে আবহাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট সময়ে ফুল ফোটা এবং সেই ফুল বাজারে বিক্রি করতে পারার উপর নির্ভর করে কৃষকদের আয়। কিন্তু টানা বৃষ্টির কারণে একদিকে যেমন গাছের ক্ষতির আশঙ্কা, অন্যদিকে তেমনই ফুলের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ফলে উৎপাদন কমে যাওয়ার পাশাপাশি বাজারে ফুলের দাম ও বিক্রিতেও প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। বিশেষ করে পূর্বস্থলী ও পলাশফুলি এলাকার যেসব কৃষক বিপুল পরিমাণ জমিতে শীতকালীন ফুলের চাষ করেছেন, তাঁদের কপালে এখন চিন্তার ভাঁজ। ধার দেনা করে চাষের খরচ জোগানোর পর এই সময়ে ফসলের ক্ষতি হলে কীভাবে সেই লোকসান সামাল দেবেন, তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন অনেকে। চাষিদের দাবি, দ্রুত বৃষ্টি থেমে আবহাওয়ার উন্নতি না হলে ফুল চাষে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। এখন তাঁদের একমাত্র ভরসা আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং জমিতে জমে থাকা জল দ্রুত নেমে যাওয়া। তবে টানা বৃষ্টির জেরে পূর্বস্থলীর ফুল চাষে যে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ ঘনিয়েছে, তা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ফুল চাষিরা।

মাত্র দু টাকায় সিঙ্গারা! আট থেকে আশির রসনাতৃপ্তি

রতন দে, বালুরঘাট, ২১ নভেম্বর ঃ দাম মাত্র দু টাকা আর সেই দামেই মিলছে সিঙ্গারা। পকেটের উপর বিশেষ চাপ না ফেলেই



পছন্দের জলখাবারের স্বাদ নিতে বালুরঘাটে আগ্রহী হচ্ছেন খাদ্যরসিকরা। দুপুর গড়াতেই শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে বিক্রি হচ্ছে দু টাকার সিঙ্গারা। আট থেকে আশি-বিভিন্ন বয়সের মানুষই এই স্বল্প দামের খাবারের স্বাদ নিতে দোকানে হাজির হচ্ছেন। কেউ দোকানে দাঁড়িয়েই গরম সিঙ্গারায় কামড় বসাচ্ছেন কেউ আবার বাড়ির লোকজনের জন্য কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। বাঙালির জলখাবারের তালিকায় সিঙ্গারার জনপ্রিয়তা দীর্ঘদিনের। চায়ের সঙ্গে আড্ডা বিকেলের অবসর কিংবা কাজের ফাঁকে সামান্য খিদে মেটানো-সব ক্ষেত্রেই এই খাবারের আলাদা কদর রয়েছে। ময়দার খোলসের ভিতরে আলুর পুর মশলার স্বাদ আর তেলে ভাজার পরিচিত গন্ধ-সিঙ্গারার প্রতি বাঙালির এই টান বহুদিনের। তবে দু টাকার দাম খাবারটির আকর্ষণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অল্প খরচে কয়েকটি সিঙ্গারা কিনে খাওয়ার সুযোগই ক্রেতাদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। বালুরঘাটে দু টাকার সিঙ্গারার পরিচিতি অবশ্য নতুন নয়। বালুরঘাট গার্লস হাইস্কুলের পাশের একটি দোকানে এই দামে সিঙ্গারা বিক্রি প্রথম শুরু হয়। কয়েক বছর আগেও শহরে দু টাকার সিঙ্গারা ক্রেতাদের নাগালে ছিল। বর্তমানে শহর ও সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন মিষ্টির দোকানেও এই দামে সিঙ্গারা বিক্রি হতে দেখা যাচ্ছে। তবে সিঙ্গারার আকার পুরের পরিমাণ এবং স্বাদ দোকানভেদে আলাদা হতে পারে। কম দামের পাশাপাশি খাবারের গুণমান ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণ ভাজার তেলের পরিচ্ছন্নতা এবং খাবার সংরক্ষণের পদ্ধতির দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। কারণ দাম কম হলেও খাদ্য সুরক্ষার প্রশ্নে আপসের সুযোগ নেই। প্রতিদিন ৬ থেকে ৭ হাজার সিঙ্গারা বিক্রি হচ্ছে। দোকানে দুপুরের পর থেকে দু টাকার সিঙ্গারাকে ঘিরে ক্রেতাদের আগ্রহ বালুরঘাটের খাদ্যসংস্কৃতির একটি পরিচিত ছবিই তুলে ধরছে। দাম সামান্য কিন্তু স্বাদের টান অটুট-দু টাকার সিঙ্গারায় আপাতত মজেছে বালুরঘাটের খাদ্যরসিকরা।

আয়তনে বাড়ছে গঙ্গাসাগর মেলা, শুঁটকি প্রস্তুতকারকদের দেওয়া হবে বিকল্প জায়গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২১ নভেম্বর ঃ ২০২৭ সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে কুম্ভমেলার আদলে আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। পুণ্যার্থীদের ভিড় সামাল দেওয়া, উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং পরিষেবা বাড়ানোর লক্ষ্যে এবার মেলা প্রাঙ্গণের আয়তন প্রায় আড়াই গুণ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলে কিছু জায়গা নেওয়া হবে। সেজন্য শুঁটকি প্রস্তুতকারকদের দেওয়া হবে বিকল্প জায়গা। শীতকালে নদীর ধারে শুঁটকি প্রস্তুত করা হয়। এই জন্য আগে থেকেই সমস্ত কিছু প্রস্তুত করতে হয়। বছরের ছয় মাস চলে এই কাজ। আর সেই জায়গায় মেলা সম্প্রসারণের জন্য কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন ৬ ও ৭ নম্বর স্নানঘাটের পাশের সরকারি জমিকে মেলা প্রাঙ্গণের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর জেরেই দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় শুঁটকি মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৩০০ মৎস্যজীবী পরিবারকে স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে প্রশাসন। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ওই এলাকায় বসবাসের পাশাপাশি শুঁটকি মাছের ব্যবসা করে আসছিলেন এই পরিবারগুলি। প্রতি বছর গঙ্গাসাগর মেলার সময় তাঁদের সাময়িকভাবে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হত। মেলা শেষ হলে ফের পুরনো জায়গায় ফিরে এসে ব্যবসা শুরু করতেন তাঁরা। তবে এবার সেই অস্থায়ী ব্যবস্থার বদলে স্থায়ী পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাউঘেরী এলাকায় তাঁদের জন্য নতুন জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্প্রতি কাকদ্বীপের মহকুমাশাসক প্রীতম সাহা এবং সাগরের বিডিও পার্থ মুখোপাধ্যায়-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা প্রস্তাবিত পুনর্বাসন এলাকা পরিদর্শন করেন। পরে বিডিও অফিসে মৎস্যজীবী পরিবারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে পুনর্বাসনের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। নতুন জায়গায় পানীয় জল, বিদ্যুৎ এবং যাতায়াতের রাস্তা নিয়ে প্রথমদিকে সংশয় তৈরি হলেও প্রশাসনের তরফে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল বলেন, গঙ্গাসাগর মেলার প্রাঙ্গণ এবার প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মেলার বৃহত্তর স্বার্থে ৬ ও ৭ নম্বর ঘাট সংলগ্ন এলাকার প্রায় ৩০০ মৎস্যজীবী পরিবারকে ধবলাটের সাউঘেরীতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। সেখানে আলো, পানীয় জল এবং বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগে প্রতি বছর মেলার সময় তাঁদের সাময়িকভাবে সরতে হত। এবার সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

পাত্রের বাড়ির সামনে কনেপক্ষের তীব্র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২১ নভেম্বর ঃ বিয়ের আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি, কিন্তু ঠিক শেষ মুহূর্তে পাত্রপক্ষের বিয়ে ভেঙে দেওয়ার বা বিয়েতে অস্বীকার করার গুরুতর অভিযোগ সামনে এল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার কোচবিহার শহরের বাবুহাট সংলগ্ন ক্রিস্টানপাড়া এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও হট্টগোল ছড়ায়। কনেপক্ষের পরিজনরা পাত্রের বাড়ির সামনে পৌঁছে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ পাত্রের বাবাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ক্রিস্টানপাড়া এলাকার এক যুবকের সঙ্গে প্রায় এক বছর আগে পিলখানা লঙ্কাবার এলাকার এক তরুণীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। দুই পরিবারের সম্মতিতেই বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করা হয়েছিল এবং বিয়ের প্রস্তুতিও জোরকদমে চলছিল। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে যে, বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসতে থাকে, পাত্রপক্ষ আচমকাই বিয়ে করতে অস্বীকার করে। কনেপক্ষের দাবি, পাত্রপক্ষের তরফে ফের নতুন করে পণের দাবি তোলা হয়েছিল। সেই দাবি মানতে অস্বীকার করাতেই বিয়ে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, কনেপক্ষের তরফে আসবাবপত্র বা ফার্নিচার দেওয়ার বিষয়টি নিয়েও পাত্রপক্ষ আপত্তি তুলেছিল বলে অভিযোগ। বিয়ের ঠিক আগে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ায় চরম দুশ্চিন্তা ও বিপাকে পড়েন কনেপক্ষের পরিবারের সদস্যরা। শনিবার তাঁরা পাত্রের বাড়িতে যান এবং বিয়ে ভেঙে দেওয়ার কারণ জানতে চান। তবে কোনো সন্তোষজনক উত্তর না মেলায় পাত্রের বাড়ির সামনেই বিক্ষোভ শুরু করেন পরিজনরা। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ পাত্রের বাবাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

হাটকালনা গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান তৃণমূলের কাকলি গোলদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ২১ নভেম্বর ঃ রাজ্যে পালাবদলের পরেই কালনা থানার হাটকালনা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেন শ্রাবন্তী মণ্ডল। তারপর থেকেই দীর্ঘদিন প্রধান পদটি খালি ছিল। অবশেষে প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিক্রমে নতুন প্রধান নির্বাচিত হলেন তৃণমূলেরই আর এক সদস্য কাকলি গোলদার। এই পঞ্চায়েতে মোট ২৯ জন সদস্যের মধ্যে তিনজন বিজেপি সদস্য ছাড়া বাকি ২৬ জনই তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য। এসসি মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় প্রধান হন তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রাবন্তী মণ্ডল। কিন্তু এসআইআরের ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ যাওয়ায় প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয় তাঁকে। তাঁকে বাংলাদেশি এবং তাঁর এসসি সার্টিফিকেট জাল বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর জুলাই মাসে তিনি প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেন। এতদিন প্রধান না থাকায় পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন উপপ্রধান রণজিত সেন। নতুন প্রধান নির্বাচনের দিন। এদিন ২৯ জন সদস্যের মধ্যে ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিক্রমে প্রধান নির্বাচিত হন ধর্মডাঙার মহিলা তৃণমূল সদস্য কাকলি গোলদার।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী দ্বারা আট শিশুকে উদ্ধার এবং ৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী জব্দ

মালিগাঁও, ২১ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ধারাবাহিক আইন প্রয়োগমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৬ থেকে ১৮ নভেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে, আরপিএফ কর্মী কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি এবং গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে মোট আটজন নাবালক শিশুকে উদ্ধার করেছেন, যার মধ্যে একজন ছেলে ও সাতজন মেয়ে রয়েছে। একই সময়ে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নেটওয়ার্কের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন থেকে আরপিএফ টিম প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রীও জব্দ করেছে। ১৭ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে, আরপিএফ / গুয়াহাটি গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে তিন নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করে এবং তাদের সুরক্ষিত আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় যত্নের জন্য চাইল্ডলাইন, গুয়াহাটির হাতে তুলে দেয়। একইভাবে, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর তারিখে আরপিএফ / কাটিহার পৃথক-পৃথক অভিযানে কাটিহার রেলওয়ে স্টেশন থেকে তিন নাবালিকা ও এক নাবালককে উদ্ধার করে এবং চাইল্ডলাইন/ কাটিহারের হাতে তুলে দেয়। ১৮ নভেম্বরের অন্য একটি ঘটনায়, আরপিএফ / নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন থেকে এক নাবালিকা বালিকাকে উদ্ধার করে এবং তাকে সুরক্ষিত আশ্রয় ও পরবর্তী সহায়তার জন্য শিশু কল্যাণ কমিটি জলপাইগুড়ির হাতে তুলে দেয়। রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চোরাচালান সামগ্রী পরিবহনের বিরুদ্ধে পরিচালিত পৃথক-পৃথক কয়েকটি অভিযানের অধীনে, আরপিএফ-এর টিম আগরতলা, লামডিং, নিউ জলপাইগুড়ি, ডিমাপুর, কামাখ্যা এবং কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালিয়েছে। এই অভিযানগুলির সময়, দুজনকে আটক করা হয় এবং ১০৮.৯ কেজি গাঁজা ও ৪২৩ ইউনিট মদ উদ্ধার করা হয়। জব্দকৃত নিষিদ্ধ সামগ্রীগুলির আনুমানিক মোট মূল্য প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা। এই অভিযানগুলি রেলওয়ে চত্বরের অপব্যবহার রোধে



এবং রেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিষিদ্ধ দ্রব্য পরিবহন নিয়ন্ত্রণে আরপিএফ-এর ধারাবাহিক সতর্কতার প্রতিফলন। এই সমন্বিত অভিযানগুলি একটি সুরক্ষিত রেল পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আরপিএফ-এর বহুমুখী ভূমিকাকে তুলে ধরে। সময়োচিত হস্তক্ষেপ, শিশুর সুরক্ষায় নিয়োজিত সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় অসুরক্ষিত শিশুদের সুরক্ষায় সহায়তা করে, পাশাপাশি রেলওয়ে এলাকায় বেআইনি কাজ রোধে ধারাবাহিক আইন প্রয়োগমূলক কার্যকর ভূমিকা পালন করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রী সুরক্ষা মজবুত করতে, অসহায় ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদান করতে এবং স্থানীয় পুলিশ, চাইল্ডলাইন, শিশু কল্যাণ কমিটি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে নিরন্তর সতর্কতা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শিলিগুড়িতে খুলছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস, প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়ার লিম্বুটারিতে প্রায় ৭০ একর জমির ওপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের শিলান্যাস করা হয়েছিল। তবে বাম সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এবং তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠিত হওয়ার পরও এই প্রকল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সঠিক উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এবার রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর এই ক্যাম্পাসটি চালু করার তৎপরতা জোরদার হয়েছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি অরুণ মণ্ডল মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে দ্রুত এই ক্যাম্পাস চালু করার দাবি জানিয়েছিলেন। এরপর তিনি বিষয়টি বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছেও উত্থাপন করেন। সেই সূত্রেই শনিবার বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে লিম্বুটারিতে পৌঁছে প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসের জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় বিজেপি জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলও উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে বিধানসভার অধ্যক্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকদের দ্রুত ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতি এবং নির্মাণকাজের সম্ভাবনা সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। পরিদর্শনের পর রথীন্দ্র বসু জানান, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা হয়েছে এবং তিনি পুরো বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেছেন। উত্তরবঙ্গে শিল্প ও সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস চালু হলে এই অঞ্চলের পড়ুয়াদের কলা, সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার জন্য আর কলকাতায় ছুটে যেতে হবে না। তিনি আরও বলেন, সরকার এই ক্যাম্পাসটি চালু করার বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং খুব শীঘ্রই এই লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এখানে ক্যাম্পাস গড়ে ওঠার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রতি দীর্ঘ বছর ধরে চলে আসা বঞ্চনা ও উপেক্ষা দূর করার ক্ষেত্রে এটি নতুন সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জমিতেই জলে ভাসছে ফুলকপি! ঘূর্ণিঝড় এর প্রভাবে অর্ধেক দাম, মাথায় হাত পূর্বস্থলীর ফুলকপি চাষীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ২১ নভেম্বর ঃ ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব তার সঙ্গে বৃষ্টি এবং বাজারে পাইকারদের অনুপস্থিতি এই তিনের জেরে একসঙ্গে জোড়া ধাক্কা গেলেন পূর্বস্থলী দুই নম্বর ব্লকের ফুলকপি চাষীরা। জমিতে ফলানো ফুলকপি বিক্রি করতে গিয়ে রীতিমতো লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে চাষীদের। কোথাও জমিতে জমে থাকা জলে ভাসছে ফুলকপি আবার কোথাও আগাম ফুলকপি কেটে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা। সবমিলিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় বিশ্বরম্ভা ও কালেখাঁতলা এলাকার ফুলকপি চাষীরা। স্থানীয় চাষীদের দাবি ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে উড়িষ্যা থেকে আসা পাইকারদের দেখা নেই, সাধারণত উড়িষ্যার বিভিন্ন এলাকা থেকে পাইকাররা পূর্বস্থলীতে এসে ফুলকপি কিনে নিয়ে যায়। পরে সেই ফুলকপি তাদের রাজ্যে বিক্রি করা হয়। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এবার সেই পাইকারদের আনাগোনা অনেকটাই কমে গেছে। ফলে বাজারে ফুলকপির চাহিদা কমেছে, আর তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে দামে, চাষীদের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে ফুলকপির দাম প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। গত পরশুদিনও যে ফুলকপি প্রতি পিস ১৩ থেকে ১৪ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছিল, গতকাল সেই ফুলকপি বিক্রি করতে হয়েছে মাত্র ৭ থেকে ৮ টাকা দরে। অর্থাৎ এক ধাক্কায় প্রতিটি ফুলকপিতে ৬ থেকে ৭ টাকা কম পাচ্ছেন চাষীরা। উৎপাদন খরচ সার, কীটনাশক, শ্রমিকের মজুরি এবং পরিবহন খরচ মিটিয়ে এই দামে ফুলকপি বিক্রি করে লাভ তো দূরের কথা খরচের টাকা উঠবে কিনা তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন তারা। অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি শুরু হওয়ায় নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ফুলকপি চাষে। চাষীদের বক্তব্য ফুলকপির জমিতে অতিরিক্ত জল জমলে এবং ফুলের গায়ে বৃষ্টির জল লাগলে তা দ্রুত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যে ফুলকপি আরও চার পাঁচ দিন পরে কাটার কথা ছিল আবহাওয়ার পরিস্থিতি দেখে সেই ফুলকপি আগেভাগেই কেটে ফেলতে হচ্ছে। কারণ জমিতে রেখে দিলে বৃষ্টির জলে ফুলকপি পচে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে একদিকে যেমন কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে অন্যদিকে তেমনই ফসলের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার ভয়ও তাড়া করছে চাষীদের। একদিকে স্থানীয় আড়তদার গুলিতে জমে রয়েছে ফুলকপির স্তূপ। আড়তদারদের বক্তব্য, উড়িষ্যা থেকে পাইকাররা না আসায় ফুলকপি কেনাবেচায় বড়সড় প্রভাব পড়েছে। আগে যে পরিমাণ ফুলকপি বাইরে চলে যেত বর্তমানে তা অনেকটাই কমে গেছে। ফলে বাজারে সরবরাহ থাকলেও ক্রেতার অভাবে দাম ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তার ওপর বৃষ্টির কারণে ফুলকপি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকায় দ্রুত বিক্রি করার তাগিদ রয়েছে চাষী ও আড়তদার উভয়েরই। সব মিলিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং বাইরের রাজ্যের পাইকারদের অনুপস্থিতিতে পূর্বস্থলী দুই নম্বর ব্লকের ফুলকপি চাষে বড়সড়ো আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি করেছে। মাঠের ফসল ঘরে তোলার আগেই যদি এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়। তাহলে চাষের খরচ কিভাবে উঠবে তা ভেবেই চিন্তিত এলাকার কৃষকরা. এখন আবহাওয়ার উন্নতি এবং বাইরের রাজ্যের পাইকারদের আনাগোনার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বিশ্বরম্ভা ও কালেখাঁতলা এলাকার ফুলকপি চাষীরা।

আবহাওয়ার উন্নতি, চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিরঞ্জন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২১ নভেম্বর ঃ আবহাওয়ার পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় অবশেষে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব শুরু হচ্ছে শনিবার থেকে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আগে বিসর্জন শোভাযাত্রা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় নতুন করে নিরঞ্জনের সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যে সমস্ত পুজো কমিটি আলোর শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে না, তারা আজই প্রতিমা নিরঞ্জন করবে। অন্যদিকে, যে সমস্ত পুজো কমিটি প্রশাসনের অনুমতি ও ব্যবস্থাপনায় আগামীকাল, রবিবার আলোর শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে, তারা শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্রতিমা নিরঞ্জন করবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে চন্দননগরের ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জন পর্ব শুরু হওয়ায় খুশি পুজো উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। প্রশাসনের নির্দেশিকা ও নির্ধারিত সময়সূচি মেনেই যাতে নির্বিঘ্নে বিসর্জন পর্ব সম্পন্ন হয়, সেদিকেই এখন নজর সকলের।

বহরমপুরে গ্রেপ্তার মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তারি পড়ুয়া

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২১ নভেম্বর ঃ বহরমপুরের একটি নামী কলেজের এক ছাত্রীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এক ডাক্তারি পড়ুয়া। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে ওই কলের ছাত্রী বহরমপুর থানায় ওই মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তারি পড়ুয়ার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন। তার ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে ওই পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার ওই ডাক্তারি পড়ুয়াকে বহরমপুর আদালতে পেশ করা হয় পুলিশের তরফ থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বহরমপুরের একটি নামী কলেজের পড়ুয়া ওই ছাত্রীর সঙ্গে সাথে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওই ছাত্রের বছর দু'য়েক আগে একটি সমাজমাধ্যমে পরিচয় হয়। এরপর তারা নিজেদের মধ্যে ফোন নম্বর বিনিময় করেন। বহরমপুরের এই দু'টো পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পড়ুয়া হওয়ার সুবিধায় তারা মাঝে মধ্যে বহরমপুরের বিভিন্ন এলাকায় দেখা করতেন বলে জানা গেছে। ওই কলেজ ছাত্রী অভিযোগ করেছেন, ডাক্তারি পড়ুয়া তাঁকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার তার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় সহবাস করেছেন। সম্প্রতি ওই কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী ডাক্তারি পড়য়ার ছাত্রটিকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু ওই ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্র কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীকে বিয়ে করতে অস্বীকার করায় বুধবার রাতে ওই ছাত্রী বহরমপুর থানায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই ওই কলেজ ছাত্রীর মেডিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করানো হয়েছে। এর পাশাপাশি ওই ডাক্তারি পড়ুয়াকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের করার জন্য আবেদন জানিয়ে তাকে আদালতে পেশ করা হয়েছে।

শিয়ালদহ - রানাঘাট - কৃষ্ণনগর - শিয়ালদহ বিভাগে বিশেষ ইমু পরি

নুডলস খেয়ে ঘুম, আর ফেরা হল না!
৭ বছরের শিশুর রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য রাজরাজস্থানে

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর ঃ বাড়িতে নিজেরাই রান্না করে নুডলস খেয়েছিল দুই বোন। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে তারা। কিন্তু সেই ঘুমই কাল হল ৭ বছরের পিহুর! দুপুরে বাড়ি ফিরে দুই মেয়েকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেন মা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ছোট্ট পিহুকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু, নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য? তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এক থালা নুডলস খেয়েই কি প্রাণ গেল সাত বছরের শিশুর? নাকি এই মর্মান্তিক মৃত্যুর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোনও কারণ? রাজস্থানের এক ঘটনায় এমনই একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নুডলস খাওয়ার পর ঘুমোতে গিয়েছিল দুই বোন। কিন্তু সেই ঘুম থেকে আর জেগে উঠল না ছোট্ট পিহু। অন্যদিকে, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তার দিদি দিব্যাংশীকেও। যদিও বর্তমানে সে সুস্থ রয়েছে বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৯ নভেম্বর বাড়িতে একাই ছিল দুই বোন। সাত বছরের পিহু এবং তার দিদি দিব্যাংশী। বাড়িতে বড় কেউ না থাকায় নিজেরাই নুডলস রান্না করে খেয়েছিল তারা। খাবার খাওয়ার পর দুই বোনই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু সেই সাধারণ দিনের দুপুর যে এমন ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে, তা কল্পনাও করতে পারেননি পরিবারের সদস্যরা। দুপুর প্রায় তিনটে নাগাদ বাড়ি ফেরেন দুই শিশুর মা। বাড়িতে ঢুকেই দুই মেয়ের অস্বাভাবিক অবস্থা নজরে আসে তাঁর। দেখা যায়, বড় মেয়ে দিব্যাংশী



অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, ছোট মেয়ে পিহু সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে আর দেরি করেননি তিনি। দ্রুত দুই মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে যান। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে সাত বছরের পিহুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চোখের সামনে এমন মর্মান্তিক পরিণতি মেনে নিতে পারেননি পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে, অসুস্থ দিব্যাংশীকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিসা শুরু হয়। পরে শুক্রবার তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সে সুস্থ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, খাবারে বিষক্রিয়ার জেরেই এই বিপত্তি ঘটে থাকতে পারে। দুই বোন একই খাবার খেয়েছিল। তার পরেই দু'জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই কারণেই নুডলস থেকে কোনও ধরনের বিষক্রিয়া হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে শুধুমাত্র প্রাথমিক অনুমানের ভিত্তিতে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। পিহুর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে এলেই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ঘটনাকে ঘিরে আরও একটি বিষয় তদন্তকারীদের নজর কেড়েছে। জানা গিয়েছে, পিহুর দাদা গোবিন্দও মাস দুয়েক আগে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। পরিবারের একাধিক সদস্যের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কেবল খাদ্যে বিষক্রিয়া, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এমনকি পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতার ঘটনাগুলির মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, সেটিও তদন্তের আওতায় রয়েছে। কোনও ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা উড়িয়ে না দিয়ে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। একটি সাধারণ খাবার খাওয়ার পর সাত বছরের শিশুর এমন আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। আপাতত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের ফলাফলের দিকেই তাকিয়ে সকলে। নুডলস খাওয়ার পর ঠিক কী ঘটেছিল, কী কারণে প্রাণ হারাল ছোট্ট পিহু-সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা।

বিষমদে মৃত্যু মিছিল মণিপুরে! প্রাণ গেল ১৫ জনের, হাসপাতালে ১৮০, কী মিশেছিল পানীয়তে?

চান্দেল , ২১ নভেম্বর ঃ মণিপুরের চান্দেল জেলায় বিষমদ কাণ্ড ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। ১৮ থেকে ২০ নভেম্বরের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৫ জনের। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রায় ১৮০ জন। স্থানীয়ভাবে তৈরি মদজাতীয় পানীয় পান করার পরেই এই বিপর্যয় বলে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে পানীয়তে ঠিক কী ছিল, তা এখনও নিশ্চিত নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। বিষমদ কাণ্ডে ভয়াবহ পরিস্থিতি মণিপুরে। বিষাক্ত মদজাতীয় পানীয় পান করে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় কার্যত আতঙ্ক ছড়িয়েছে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে। এখনও পর্যন্ত অন্তত ১৫ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। অন্যদিকে, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন প্রায় ১৮০ জন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। কী ধরনের পানীয় পান করার ফলে এই বিপর্যয় ঘটল, তাতে কোনও বিষাক্ত রাসায়নিক মেশানো ছিল কি না, তা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ ছড়িয়েছে চান্দেল জেলায়। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, অসুস্থদের মধ্যে ৭৮ জন শিজা হাসপাতালে এবং ২৩ জন বাবিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বাকি অসুস্থদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে রাজ্য প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। স্থানীয় পদ্ধতিতে তৈরি মদ বা মদজাতীয় কোনও পানীয় আপাতত পান না করার পরামর্শ দিয়েছে মণিপুর সরকার। ১৮ থেকে ২০ নভেম্বর, এই তিন দিনে কার্যত মৃত্যুমিছিল চলেছে মণিপুরে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্তদের কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে নিজেদের বাড়িতেই। অন্যদিকে, অনেককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁদের। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে এত মানুষের মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। যে পানীয় পান করার পর এতজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সেটি আদৌ বিষমদ কি না, তা নিশ্চিত করতে নমুনা পরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পানীয়টির মধ্যে কোনও বিষাক্ত উপাদান বা রাসায়নিক ছিল কি না, পরীক্ষার রিপোর্ট সামনে এলেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, এই ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে প্রশাসনিক চাপানউতোরও। চান্দেল জেলা পুলিশের দাবি, যে পানীয় পান করে একাধিক মানুষের অসুস্থ হয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে, সেটি চান্দেল জেলায় তৈরি হয়নি। বরং কাকচিং জেলার সুগনু এলাকা থেকে ওই পানীয় আনা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। পুলিশের তরফে আরও দাবি করা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে যে পাঁচটি মৃত্যুর কথা সামনে এসেছে, সেগুলি সবই সুগনু থানা এলাকার অন্তর্গত। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ ও সংবাদমাধ্যমকে কোনও অসমর্থিত তথ্য বা গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। তদন্ত শেষ হওয়ার আগে মৃত্যুর কারণ কিংবা পানীয়ের উস সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক হবে না বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার চান্দের জেলার ডেপুটি কমিশনার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত যে মৃত্যুর ঘটনাগুলি সামনে এসেছে, সেগুলির নির্দিষ্ট কারণ চিকিসা ও বৈজ্ঞানিকভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি বর্তমানে তদন্তাধীন। ফলে মৃত্যুর জন্য কোনও নির্দিষ্ট পানীয় বা উপাদানকে দায়ী করার মতো পর্যাপ্ত তথ্য এখনও হাতে আসেনি। সব মিলিয়ে মণিপুরের এই ঘটনা ঘিরে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। একদিকে ১৫ জনের মৃত্যু, অন্যদিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রায় ১৮০ জন। তাঁদের দ্রুত সুস্থ করে তোলাই এখন প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি পানীয়ের নমুনা পরীক্ষা, সরবরাহের উৎস চিহ্নিত করা এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করার দিকেও নজর রয়েছে তদন্তকারীদের। বিষমদ কাণ্ডে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়ে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য।

জঙ্গলে প্রাণের ঝুঁকি, ভারতীয় বনকর্মীর পাশে প্রিন্স উইলিয়াম!

২১ নভেম্বর ঃ চোরাশিকারিদের মোকাবিলা, দুর্গম অরণ্যে টহল, বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা-প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন তাঁরা। অথচ অধিকাংশের চাকরিই অস্থায়ী, নেই কোনও বিমার সুবিধা। এবার সেই বনকর্মীদের পাশে দাঁড়ালেন ব্রিটেনের যুবরাজ প্রিন্স উইলিয়াম। ভারতের সাতটি রাজ্যের ১০ হাজার অস্থায়ী বন্যপ্রাণী রক্ষীর জন্য পাঁচ বছরের ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা কর্মসূচির ঘোষণা করল তাঁর সংস্থা রয়্যাল ফাউন্ডেশনের ' ফর ওয়াইল্ডলাইফ'। ২০২৬ সালের ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে এই উদ্যোগ। প্রকৃতিকে বাঁচাতে প্রতিদিন নিজেদের জীবন বাজি রাখেন তাঁরা। কখনও দুর্গম জঙ্গলে চোরাশিকারিদের মোকাবিলা, কখনও বন্যপ্রাণীদের উপর নজরদারি, আবার কখনও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে উদ্ধারকাজ-সবই করতে হয় তাঁদের। অথচ যাঁদের কাঁধে দেশের অরণ্য ও বন্যপ্রাণী রক্ষার গুরুদায়িত্ব, তাঁদের অনেকেরই চাকরি অস্থায়ী। নেই পর্যাপ্ত আর্থিক সুরক্ষা, এমনকি ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমার সুবিধাটুকুও। এবার সেই বনকর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিলেন ব্রিটেনের যুবরাজ প্রিন্স উইলিয়াম। ভারতের সাতটি রাজ্যের ১০ হাজার অস্থায়ী বনকর্মীর জন্য পাঁচ বছরের দুর্ঘটনা বিমা কর্মসূচির ঘোষণা করলেন তিনি। শুক্রবার প্রিন্স উইলিয়াম এবং রয়্যাল ফাউন্ডেশনের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত উদ্যোগ ' ফর ওয়াইল্ডলাইফ'-এর তরফে এই ঘোষণা করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ভারতের সাতটি রাজ্যে কর্মরত ১০ হাজার অস্থায়ী বন্যপ্রাণী রক্ষীকে বিমার সুরক্ষা দেওয়া হবে। দায়িত্ব পালন করার সময় কোনও কর্মীর মৃত্যু হলে কিংবা গুরুতর আঘাত পেলে তিনি বা তাঁর পরিবার আর্থিক সাহায্য পাবেন। ফলে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কারণে বিপর্যস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানো সম্ভব হবে। ২০২৬ সালের ডিসেম্বর থেকে এই বিমা কর্মসূচি কার্যকর হওয়ার কথা। মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটক, অসম, উত্তরাখণ্ড, মহারাষ্ট্র, কেরল এবং রাজস্থানের অস্থায়ী বনকর্মীরা এই সুবিধার আওতায় আসবেন। আয়োজকদের দাবি, এশিয়ায় বন্যপ্রাণী রক্ষীদের জন্য এটি অন্যতম বৃহত্তম দুর্ঘটনা বিমা কর্মসূচি। কেন এই উদ্যোগ এত গুরুত্বপূর্ণ? কারণ, দেশের বিভিন্ন অরণ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত বিপদের মুখে পড়েন বনকর্মীরা। বিশেষ করে চোরাশিকারিদের সক্রিয়তা তাঁদের কাজকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। বাঘ, হাতি, গণ্ডার-সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করতে জঙ্গলের গভীরে টহল দিতে হয় তাঁদের। কখনও প্রতিকূল আবহাওয়া, কখনও দুর্গম পাহাড়ি পথ, আবার কখনও হিংস্র প্রাণীর মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ধর্ষণের অভিযোগে জিরো এফআইআর, মুখ খুললেন ব্রাত্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ ধর্ষণ, যৌন হেনস্তা, দুর্নীতি ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ইন্দ্রনীল সেন এবং ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে জিরো এফআইআর দায়ের হয়েছে। বাগুইআটি থানার তরফে অভিযোগগুলি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ প্রসঙ্গেই এবার মুখ খুললেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্রাত্য বলেন, অভিযোগ কেউ করতেই পারেন। সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। আমি বিষয়টাকে নিয়ে আদালতে যাচ্ছি। আমি চাই পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক। কারণ, আইনের উপর ভরসা আছে। আমার এই বিষয়টা নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে। এটা নিয়ে সময়মতো বলব। আমি তো তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীও ছিলাম না। যে দপ্তরের মন্ত্রী ছিলাম না, সেখানে কীভাবে প্রভাব খাটাতে পারি? যাঁরা অভিযোগ করছেন, তাঁদের কাউকে চিনি না। চোখে দেখিনি আজ অবধি। গতকাল বাংলা অ্যাকাডেমির এক সরকারি আধিকারিককে জিজ্ঞাসা করলাম কখনও দেখেছি? উনি বললেন, কখনও চোখে দেখেননি। আমাকে খারাপ কথা বলতে গেলে তো চিনতে হবে। চোখে দেখতে হবে। আমি আইনি সহায়তা নিয়েছি। আমি চাই তদন্ত হোক। কারা এটা করল, কেন করল, প্রকৃত ছবি বাইরে আসা উচিত।

জিরো এফআইআর প্রসঙ্গে তাঁর আরও যুক্তি, এফআইআর করার যে কারোর অধিকার আছে। আমি বললাম আমার বাড়ির টেবিলে সোনার আংটি আছে। অভিযোগ করলে আমাকে প্রমাণ দিতে হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনাকে সুযোগও দিতে হবে। এভাবে ভ্রান্তিবিলাস তৈরি করে কী লাভ হবে। এফআইআর যে কেউ করতেই পারেন। তাঁর প্রশ্ন, কেন আমার প্রাক্তন আপ্ত সহায়কের বারবার বলা হচ্ছে। উনি নানাবিধ মধুর কথা বলে চলেছেন ইতিমধ্যেই। আমাকে গালমঃদ করে যদি আনন্দ পান, তো পাবেন। এই দু'জনের যোগাযোগ কী, তাও দেখা প্রয়োজন।

উত্তর-পূর্ব রেল নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির স্টপেজ বাতিল ও পরিবর্তন করেছে

গোরখপুর, ২১ নভেম্বরঃ পরিচালনগত সুবিধার জন্য পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে, বারাণসী বিভাগের গোরখপুর ক্যান্ট নমেন্ট -পানিয়াহওয়া সেকশনে পিপরাইচ-বোদারওয়ার-কাপ্তানগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে ট্র্যাক দ্বিগুণ করার কাজ চালুর পরিপ্রেক্ষিতে, রেলওয়ে প্রশাসন নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির স্টপেজ বাতিল, পথ পরিবর্তন, পুনঃ নির্ধারণ নিয়ন্ত্রণ, সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিউপত্তি এবং স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাতিল -- ৩ থেকে ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট এবং নারকাটিয়াগঞ্জের মধ্যে চলাচলকারী ৫৫০৯৬/৫৫০৯৭ গোরখপুর ক্যান্ট নমেন্ট -নারকাটিয়াগঞ্জ-গোরখপুর ক্যান্ট নমেন্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বাতিল থাকবে।ন্ডড- ২০২৬ সালের ১৩ থেকে ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সিওয়ান এবং গোরখপুর ক্যান্ট নমেন্ট থেকে চলাচলকারী ৫৫০৩/৫৫৫০৩৬ সিওয়ান-গোরখপুর ক্যান্ট নমেন্ট -সিওয়ান প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বাতিল থাকবে। - ২০২৬ সালের ১৩ থেকে ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সিওয়ান এবং থাওয়ে থেকে চলাচলকারী ৫৫০৩/৭৫৫০৩৮ সিওয়ান-থাও-সিওয়ান প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বাতিল থাকবে। ২০২৬ সালের ১৭, ১৮ এবং ১৯শে ডিসেম্বর নারকাটিয়াগঞ্জ থেকে চলাচলকারী ৫৫০৩৯ নারকাটিয়াগঞ্জ-বাধনি প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বাতিল থাকবে।

নিজের ব্যর্থতার দায় শিল্পপতিদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন মোদি' আক্রমণ রাহুলের

১-র পাতার পর- তৈরিতে আরও উদ্যোগী হচ্ছে না শিল্পপতিরা? সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। শিল্পমহলের আরও সুবিধা চাওয়ার প্রবণতাকে কটাক্ষ করে মোদি বলেন, আপনাদের এত খিদে যে যতই খাওয়ানো হোক না কেন, পেট ভরে না। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর। কংগ্রেসের বক্তব্য, শিল্পপতিদের প্রশ্ন করার আগে কেঃদ্রীয় সরকারের নিজের অর্থনৈতিক নীতির দিকে তাকানো উচিত। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পালটা শুক্রবার সমাজমাধ্যমে সরব হন রাহুল গান্ধী। তাঁর দাবি, শিল্পপতিদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য আসলে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়, বরং সরকারের ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি। রাহুলের অভিযোগ, দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো ক্ষেত্র-বিমানবন্দর, বন্দর, খনি এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি নোটবন্দি এবং ত্রুটিপূর্ণ জিএসটি নীতির কারণে দেশের ছোট ও মাঝারি শিল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কংগ্রেস নেতার দাবি, ছোট ও মাঝারি শিল্প দুর্বল হয়ে পড়ায় কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগও তৈরি হচ্ছে না। ফলে একদিকে বেকারত্ব বাড়ছে, অন্যদিকে সাধারণ কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও সীমিত হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতির দায় শিল্পপতিদের উপর চাপিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে পারে না বলেই মত রাহুলের। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশও প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘ ১২ বছর ক্ষমতায় থাকার পরেও মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব এবং বেসরকারি বিনিয়োগের ধীরগতির মতো সমস্যার সমাধান করতে পারেনি কেন্দ্র। জয়রাম রমেশের অভিযোগ, অর্থনীতির এই সমস্যাগুলির দায় স্বীকার না করে প্রধানমন্ত্রী এখন অন্যদের কাঠগড়ায় তুলছেন। তাঁর মতে, বৃহস্পতিবার ফিকি-র মঞ্চে মোদি যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন, তার সঙ্গে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ইস্তাহার ' বক্তব্যের যথেষ্ট মিল রয়েছে।

সিঙ্গুরে দ্রুত কাজ শুরুর ঘোষণা সুকান্তর

১-র পাতার পর-যে জায়গায় আছে, সেখানে আমরাই থাকতে পারতাম। আগে এই অফার আমাদের কাছেই এসেছিল। কিন্তু তখনকার সরকার কম্পিউটারের বিরোধিতা করেছিল, ফলে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পও হয়নি। পরবর্তী সময়ে তৃণমূল সরকারও শিল্প নিয়ে যতটা কথা বলেছে, কাজে কিছু করতে পারেনি। আমরা সিঙ্গুরে শিল্প আনতে চাই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন। আজ আমিও বলছি, সিঙ্গুরে অশোক লেল্যান্ড আসছে। তারা ট্রাক তৈরির কারখানা গড়বে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।

এদিন খড়গপুরের অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি এতদিন বাংলায় শিল্প না হওয়ার কারণ হিসেবে দায়ী করেছেন লাল ঝান্ডা অর্থা বাম শ্রমিক সংগঠনের লাগাতার হরতাল, ধর্মঘটকে। এনিয়ে সুকান্ত মজুমদারের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, ' শিল্পে আজ তাইওয়ান যে জায়গায় আছে, সেখানে আমরাই থাকতে পারতাম। আগে এই অফার আমাদের কাছেই এসেছিল। কিন্তু তখনকার সরকার কম্পিউটারের বিরোধিতা করেছিল, ফলে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পও হয়নি। পরবর্তী সময়ে তৃণমূল সরকারও শিল্প নিয়ে যতটা কথা বলেছে, কাজে কিছু করতে পারেনি। আমরা সিঙ্গুরে শিল্প আনতে চাই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন। আজ আমিও বলছি, সিঙ্গুরে অশোক লেল্যান্ড আসছে। তারা ট্রাক তৈরির কারখানা গড়বে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর শাসনকালে সিঙ্গুরে এক লাখি ন্যানো কারখানা নিয়ে আশা জেগেছিল। সরকারের তরফে কাজ শুরুর পথেই সেবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে শিল্পের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও মমতাকে সামনে রেখে সিঙ্গুরবাসীও উলটো পথে হাঁটেন।

জন্মেই ভাঙল পা, ৭ সপ্তাহেও দাঁড়াতে পারেনি! ২৫০০ কিমি উড়িয়ে অসমের হস্তীশাবক রাজাকে বাঁচানোর লড়াই

জামনগর, ২১ নভেম্বর ঃ জন্মের পর থেকেই যন্ত্রণা সঙ্গী। ভাঙা পা নিয়ে সাত সপ্তাহ ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে ছোট্ট হস্তীশাবক 'রাজা উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই, মায়ের দুধও জোটেনি তার কপালে। অসমে দীর্ঘদিন চিকিৎসার পরও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার দূরে গুজরাটের জামনগরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে। অনন্ত আম্বানির উদ্যোগে বনতারায় শুরু হয়েছে জরুরি চিকিৎসা। জন্মের পর পৃথিবীর আলো দেখার আনন্দটুকুও যেন উপভোগ করতে পারেনি ছোট্ট 'রাজা জন্ম থেকেই তার জীবনের লড়াই শুরু। পায়ের গুরুতর চোট, শারীরিক দুর্বলতা, অপুষ্টি-সব মিলিয়ে সাত সপ্তাহের এই হস্তীশাবকের জীবন এখন চরম সংকটের মুখে। ভাঙা পা নিয়ে এতদিনেও উঠে দাঁড়াতে পারেনি সে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে ওঠে যে অসমের চিকিৎসকদের পক্ষে তাকে সুস্থ করে তোলা কঠিন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে বিমানে গুজরাটের জামনগরে পৌঁছেছে সে। আপাতত অনন্ত আম্বানির বনতারায় চলছে তার চিকিৎসা। অসম বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২ অক্টোবর অসমের গোগামুখে জন্ম হয় রাজার। তার মা একটি ১১ বছর বয়সি হাতি। প্রথমবার মা হওয়ার অভিজ্ঞতা এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রসবের সময় অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল সে। পরিস্থিতি বুঝতে না পেরে সদ্যোজাত শাবকটিকে লাথি মারে মা হাতিটি। সেই আঘাতেই ভেঙে যায় রাজার পায়ের সবচেয়ে বড় হাড়। জন্মের মুহূর্তেই গুরুতর চোট পায় সে। এর পর থেকে কার্যত বিছানাতেই দিন কাটছে ছোট্ট হাতিটির। পায়ের হাড় ভেঙে যাওয়ায় নিজে থেকে উঠে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, বসতেও সমস্যা হচ্ছে তার। জন্মের পর থেকেই পশু চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থাকায় মায়ের কাছ থেকে পর্যাপ্ত মাতৃদুগ্ধও পায়নি সে। ফলে হাড়ের আঘাতের পাশাপাশি শরীরে বাসা বাঁধে অপুষ্টি। সব মিলিয়ে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে রাজা। অসমের পশু চিকিৎসকরা নিজেদের মতো করে দীর্ঘদিন চিকিসা চালিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যাশিত উন্নতি হয়নি। সাত সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও রাজার অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন না হওয়ায় উদ্বেগ বাড়তে থাকে। তখনই উন্নত চিকিসার জন্য তাকে গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত বনতারায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে আহত অবস্থায় একটি ছোট্ট হাতিকে সড়কপথে প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার নিয়ে যাওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল। দীর্ঘ যাত্রায় তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই দ্রুত বিমানের ব্যবস্থা করা হয়। অনন্ত আম্বানির ব্যক্তিগত উদ্যোগে জরুরি ভিত্তিতে রাজাকে অসম থেকে গুজরাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৌঁছনোর পরই বনতারার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে তার চিকিৎসা। বনতারার সিইও ভিভান করনি জানিয়েছেন, রাজা ভাঙা পা নিয়ে সেখানে পৌঁছেছে ঠিকই, কিন্তু তার লড়াই করার মানসিকতা এখনও অটুট। সাত সপ্তাহ ধরে একাই কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করেছে সে। এবার তাকে সুস্থ করে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর দায়িত্ব বনতারার চিকিৎসক দলের। দ্রুত চিকিৎসার মাধ্যমে তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটানোই এখন প্রধান লক্ষ্য। চিকিৎসকদের আশা, উপযুক্ত চিকিৎসা ও পরিচর্যা পেলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে রাজা। একদিন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দৌড়তে পারবে ছোট্ট হাতিটি, সেই আশাতেই দিন গুনছেন সকলে। উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়। এর আগেও গুরুতর অসুস্থ দুই হাতিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জামনগরের বনতারায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বন্যপ্রাণীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বনতারার ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে। এবার সাত সপ্তাহের হস্তীশাবক রাজাকে ঘিরে নতুন করে আশার আলো দেখছেন পশুপ্রেমীরা। জন্মের পর থেকেই যে শাবকের জীবন ছিল যন্ত্রণায় ভরা, তার জন্য এখন নতুন করে শুরু হয়েছে বাঁচার লড়াই। ভাঙা পা সারিয়ে কবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে রাজা?

হাসিনার প্রত্যাবর্তন ঘিরে অশান্ত বাংলাদেশ!

নয়াদিল্লি ঃ শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরানোর দাবিকে কেঃদ্র করে নতুন করে উত্তপ্ত বাংলাদেশ। রাজধানী ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জ, একাধিক এলাকায় বিক্ষোভ, হামলা, অগ্নিসংযোগের ঘটনা সামনে এসেছে। এই অশান্তির পিছনে সীমান্তের ওপারের দেশের মদত রয়েছে বলে ইঙ্গিত করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। নাম না করলেও তাঁর নিশানায় যে ভারত, তা স্পষ্ট বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। পালটা প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছে নয়াদিল্লি। তবে দুই দেশের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখার বার্তা দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার দাবিকে ঘিরে ক্রমশ বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভের পাশাপাশি হিংসাত্মক ঘটনার খবরও সামনে আস

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কাটতেই ফিরল চেনা ছন্দ, সপ্তাহান্তের ছুটিতে দিঘায় পর্যটকদের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২১ নভেম্বর ঃ ঘূর্ণিঝড় 'আকভানের' প্রভাব কমতেই পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান সমুদ্র সৈকত দিঘায় ফের চেনা ছন্দ ও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরতে শুরু করেছে। শনিবার সকাল থেকেই আকাশ পরিস্কার হয়ে ঝলমলে রোদ ওঠার পর সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের ভিড় বাড়তে দেখা গেছে। সপ্তাহান্তের ছুটিকে কেন্দ্র করে দিঘার পাশাপাশি মন্দারমণি এবং তাজপুরেও পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ছে। এর ফলে দীর্ঘ কয়েক দিনের মন্দা কাটিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ী এবং ছোট-বড় দোকানদাররা। উল্লেখ্য, ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর প্রভাবে গত তিন দিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় একটানা বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছিল। প্রতিকূল আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমুদ্রে স্নান করার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। এর জেরে দিঘার সমুদ্র সৈকত কার্যত পর্যটকশূন্য হয়ে পড়েছিল এবং হোটেলগুলির বুকিংও তলানিতে এসে ঠেকেছিল। ফলে হোটেল মালিকদের পাশাপাশি স্থানীয় দোকানদার ও পর্যটন নির্ভর ব্যবসায়ীদের চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছিল। তবে আবহাওয়ার উন্নতি হতেই শনিবার থেকে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। সপ্তাহান্তের ছুটি কাটাতে পর্যটকরা ফের দিঘামুখী হচ্ছেন। হোটেলগুলিতে নতুন করে বুকিং বাড়ছে এবং সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন দোকানপাটগুলিতেও ফের কেনাবেচা ও ভিড় জমতে শুরু করেছে। আবহাওয়া পরিস্কার হলেও পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়ে কোনোরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন। সমুদ্রে স্নানের ওপর জারি থাকা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সৈকত জুড়ে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। কোনো পর্যটক যাতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সমুদ্রে নামতে না পারেন, সেদিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন আধিকারিকরা। দিঘা - শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী জানান, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় প্রশাসনের জারি করা বিধিনিষেধের কারণে গত কয়েক দিনে পর্যটকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল। তবে শনিবার সকাল থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ার পর পর্যটকরা আবার দিঘায় আসতে শুরু করেছেন। এর ফলে স্থানীয় পর্যটন ব্যবসা ফের ঘুরে দাঁড়াবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় অধীর চৌধুরীর সঙ্গে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো জোট হবে না ! বিরাট দাবি করলেন কল্যাণ ব্যানার্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২১ নভেম্বর ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পর দলের সংসদীয় ও পরিষদীয় দলে নেমেছে বড়োসড়ো ভাঙন। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গ ছেড়ে কুড়িজন সাংসদ এনসিপিআই দলে যোগদান করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের তিন তৃণমূল সাংসদও মমতা ব্যানার্জির সঙ্গ ছেড়ে নতুন দলে যোগদান করেছেন অন্যদিকে রাজ্য বিধানসভাতেও মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গ ছেড়ে ঋতব্রত ব্যানার্জির অনুগামী হয়েছেন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীকে জয়ী বেশিরভাগ বিধায়ক। তাই আগামী দিন তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যত নিয়ে অনেকেই অনিশ্চিত। তবে এরই মধ্যে শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে দলের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি দাবি করলেন, ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনে 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিক হিসেবে তাঁরা মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি হারানো আসনে পুনরুদ্ধার করবেন। আজ বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন, ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেসকে দূরবীন দিয়েও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে 'ইন্ডিয়া' জোট হবেই এবং আমরা এই জোটের শরিক হিসেবে জেলার তিনটি আসন বার করে নেব। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মুর্শিদাবাদের রেজিনগর উপনির্বাচনে মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরীর খারাপ ফল প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, মাত্র ৭ দিনের সময় আমরা পেয়েছিলাম দলের নতুন প্রতীক চেনানোর জন্য। ওখানে কীভাবে ভোট হয়েছে সকলেই দেখেছেন। তবে আমাদের স্বান্ত্বনা, সিপিএম, যারা নিজেদেরকে সর্বভারতীয় দল বলে তাদের থেকে আমরা ওপরে ছিলাম । তবে কল্যাণ ব্যানার্জি আজ সাফ জানিয়ে দেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় অধীর চৌধুরীর সঙ্গে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো জোট হবে না। যে জোট হবে তা 'ইন্ডিয়া'র শরিক হিসেবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হবে এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস 'ইন্ডিয়া' জোটের ফর্মুলা মেনেই পশ্চিমবঙ্গে আগামী নির্বাচনে লড়াই করবে। কল্যাণ ব্যানার্জি আজ আরো বলেন, আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছি। আমি নিশ্চিত আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জোট হবেই এবং আমরা ভালো ফলাফল করবো। রাজস্থানের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের ভালো ফলাফলের তারিফ করে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন, সারা ভারতেই বিজেপি বিরোধী হওয়া উঠেছে। রাজস্থানে কংগ্রেস খুব ভালো ফলাফল করেছে। এই ফলাফল থেকেই বোঝা যাচ্ছে গোটা দেশে কীভাবে বিজেপি বিরোধী হওয়া বইছে।

আবগারি দপ্তরের বিরুদ্ধে যোগসাজশের অভিযোগ, ক্ষোভে অভিযুক্তের বাড়িতে চড়াও এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ২১ নভেম্বর ঃ লোকালয়ের মধ্যেই দীর্ঘদিন ধরে চলছিল অবৈধ চোলাই মদের কারবার। শুধু তাই নয়, এই কারবারের পিছনে আবগারি দপ্তরের কর্মীদের একাংশের সঙ্গে যোগসাজশ রয়েছে বলেও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল কালনা থানার অন্তর্গত নান্দাই পঞ্চায়েতের উত্তর রামেশ্বরপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উত্তর রামেশ্বরপুর এলাকার বাসিন্দা গোবিন্দ বাগ নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ চোলাই মদের ব্যবসা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। এলাকাবাসীদের দাবি, লোকালয়ের মধ্যেই প্রকাশ্যে এই কারবার চললেও তা বন্ধ করতে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছিল না। এলাকাবাসীদের আরও অভিযোগ, শুক্রবার এলাকায় আবগারি দপ্তরের কর্মীরা অভিযান চালাতে এলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের আচরণ ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। এমনকী, অভিযুক্তের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে কথা বলেই তাঁরা এলাকা ছেড়ে চলে যান বলে অভিযোগ। সেই সময় এলাকার এক যুবতী গোটা ঘটনার ভিডিও মোবাইলে রেকর্ড করতে গেলে তাঁর মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয় এবং রেকর্ড করা ভিডিও মুছে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় আবগারি দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে আরও বেশি সন্দেহ ও ক্ষোভ তৈরি হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। এরপর শনিবার ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসীরা। তাঁরা অভিযুক্ত গোবিন্দ বাগের বাড়িতে চড়াও হন। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩০ ড্রাম অবৈধ চোলাই মদ উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি স্থানীযদের। উদ্ধার হওয়া সেই মদ এলাকাবাসীরা ফেলে নষ্ট করে দেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধাত্রীগ্রাম ফাঁড়ির পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পাশাপাশি অভিযুক্ত গোবিন্দ বাগ-সহ আরও এক ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে কীভাবে এতদিন ধরে বিপুল পরিমাণ অবৈধ চোলাই মদের কারবার চলছিল? আবগারি দপ্তরের নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ব্যবসা চলছিল? শুক্রবারের অভিযানে কী ভূমিকা ছিল দপ্তরের কর্মীদের? যুবতীর মোবাইল থেকে ভিডিও মুছে দেওয়ার অভিযোগই বা কতটা সত্য? এলাকাবাসীদের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অবৈধ মদের কারবারের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। এখন পুলিশের তদন্তে কী তথ্য উঠে আসে এবং আবগারি দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে ওঠা অভিযোগের কী জবাব মেলে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।



পুণ্য করতে এসে 'অদ্ভুত' দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল প্রৌঢ়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২১ নভেম্বর ঃ স্বামীর সঙ্গে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে এসে এক অদ্ভুত দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ার। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত সদরঘাট এলাকায়। মৃত ওই মহিলার নাম জবা রানী সাহা (৬০)। তাঁর বাড়ি ষষ্ঠীতলা এলাকায়। শনিবার সকালে জবা রানী সাহা তাঁর স্বামী সুকুমার সাহার সঙ্গে ভাগীরথী নদীতে স্নান এবং পূজা-অর্চনা করার জন্য এসেছিলেন। সেই সময় তিনি অদ্ভুত একটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে শনিবার সকালে সুকুমার সাহা এবং জবা রানী সাহা একসঙ্গেই রঘুনাথগঞ্জের সদরঘাটে ভাগীরথী নদীতে স্নান সারেন। এরপর তাঁরা ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে জামাকাপড় পরিবর্তন করছিলেন। সেই সময় হঠাৎই একটি ফাঁকা টোটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জবা রানী সাহাকে পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারে। আচমকা এই ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে জবা রানী সাহা ভাগীরথী নদীর ঘাটে পড়ে যান। এরপর টোটোটি তাঁকে ধাক্কা মারতে মারতে নদীর শেষ প্রান্তে নিয়ে গিয়ে ওপর দিয়ে চলে যায়। এরপর টোটোটি ভাগীরথী নদীতে পড়ে যায় এবং জবা রানী সাহাও নদীর জলে পড়েন। ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ওই মহিলা ঘাটের একপাশে দাঁড়িয়ে কাপড় পরিবর্তন করছিলেন। সেই সময় এক টোটো চালক নিজের টোটোটিকে ভাগীরথী নদীর পাড়ে রেখে চা খেতে গিয়েছিলেন। সম্ভবত টোটোটির 'হ্যান্ড ব্রেক' লাগানো না থাকায় হঠাৎই সেটি গড়িয়ে নদীর ঢাল বরাবর নামতে থাকে। সেই সময় নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে কাপড় পরিবর্তন করছিলেন জবা রানী সাহা। টোটোটি তাঁকে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারে। ওই মহিলা নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে গড়িয়ে নদীর ঘাট থেকে জলে পড়ে যান। এরপর টোটোটিও নদীর জলে গিয়ে পড়ে। জবা রানী সাহার স্বামী সুকুমার সাহা বলেন, আমি এবং আমার স্ত্রীর নদীর ঘাটের দু'প্রান্তে দাঁড়িয়ে কাপড় পরিবর্তন করছিলাম। সেই সময় হঠাৎই চালকবিহীন একটি টোটো আমার স্ত্রীকে পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারে। আমার স্ত্রী নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে নদীর জলে পড়ে যান। টোটো চালকের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের জন্যই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আমার স্ত্রীর মাথা, থুতনি এবং শরীরের একাধিক জায়গায় গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয় মানুষের তৎপরতায় তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পে ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রথম পঞ্চায়েত ভবন তৈরির উদ্যোগ

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২১ নভেম্বর ঃ নতুন প্রকল্পে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগী হল প্রশাসন। বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বা ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের অর্থে ঝাড়গ্রাম জেলায় এই প্রথম তৈরি হতে চলেছে গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন। সাঁকরাইল ব্লকের খুদমরাই গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৩২ টাকা। শনিবার সাঁকরাইলের বিডিও অভিষেক ঘোষের উপস্থিতিতে প্রস্তাবিত ভবনের ভূমি পূজন ও শিলান্যাস হয়। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলায় খুশি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, খুদমরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান ভবনের পরিসর বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিনের। পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিকাঠামোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অর্থের সংস্থান না হওয়ায় এত দিন সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। এবার ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের অর্থে সেই কাজ বাস্তবায়িত হতে চলেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণের উদ্যোগ ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রথম। বিডিও অভিষেক ঘোষ জানান, প্রস্তাবিত ভবনের একতলায় ১২০০ বর্গফুট এবং দোতলায় ১৫০০ বর্গফুট জায়গা থাকবে। অর্থাৎ, দু'টি তল মিলিয়ে মোট ২৭০০ বর্গফুট



আয়তনের ভবন তৈরি হবে। নতুন ভবন তৈরি হলে পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন সুবিধা হবে, তেমনই সাধারণ মানুষের পরিষেবা পাওয়ার পরিসরও বাড়বে। শনিবারের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও অভিষেক ঘোষ, পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক আলম আনসারি, জুনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার প্রীতম দাস, নির্মাণ সহায়ক বিজয় পাত্র, পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক তারাপদ বর্মন, স্থানীয় সমাজসেবী হরেন মাহাতো ও পুলক মাহাতো। এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গাপুরের চুরি যাওয়া টাটা সুমো উদ্ধার বিহারে, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২১ নভেম্বর ঃ অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই চুরি যাওয়া গাড়ি উদ্ধার হল বিহারের অরঙ্গবাদে। ঘটনায় গাড়ি পাচার চক্রের এক পাণ্ডাকে গ্রেফতার করল। দুর্গাপুর কোকওভেন থানার পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে আবার, গাড়ি হাইজ্যাক চক্রের সক্রিয়তায় প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম মনোজ চক্রবর্তী। শনিবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে দেন। ঘটনার অভিযোগে জানা গেছে, গত ১৯ নভেম্বর দুর্গাপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি টাটা সুমো গাড়ি চুরি হয়। গাড়ির মালিক রমেশ কুমার সিং রাতুরিয়া হাউসিং কলোনির বাসিন্দা। তিনি জানান, ওইদিন দুপুরে গাড়ি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পের সামনে রেখে খাবার খেতে বাড়ি গিয়েছিলাম। বিকালে ফিরে এসে দেখি, গাড়ি উধাও। তারপর কোকওভেন থানায় গাড়ি চুরির অভিযোগ দায়ের করি। অভিযোগ পাওয়ার পরই দ্রুত তদন্তে নামে কোকওভেন থানার পুলিশ। একটি বিশেষ পুলিশ দল গঠন করে তদন্তে নেমে পুলিশ সূত্র মারফত গুরুত্বপূর্ণ খবর পায়। সেই সূত্র ধরেই বিহারের ওরঙ্গবাদে অভিযান চাল অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই চুরি যাওয়া গাড়িটি উদ্ধার করা হয় এবং মনোজ চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে চুরি যাওয়া গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। শনিবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এই গাড়ি চুরি চক্রে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের পাশে বিধায়ক সুভাষ পাত্র

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ নভেম্বর ঃ অতিবৃষ্টির জেরে পূর্ব বর্ধমানের রায়না-২ ব্লকের গোতান অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে আলু চাষে। হদিলপুর, আতাপুর ও কুরসিমুল এলাকায় বিঘার পর বিঘা



আলুর জমি জলের তলায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রায় ২ হাজার বিঘা জমিতে আলু চাষ হয়েছে। কিন্তু লাগাতার বৃষ্টিতে জমিতে জল জমে যাওয়ায় ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন কৃষকরা। চাষের জন্য ইতিমধ্যেই বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছেন কৃষকরা। এই পরিস্থিতিতে ফসলের ক্ষতি হলে কীভাবে চাষের খরচ উঠবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে তাদের। শনিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র। তিনি কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন এবং বিপদের সময় পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এদিন তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রতিনিধি সজল দাঁ, আদিত্য মালিক, ৬ নম্বর মণ্ডল সভাপতি অভিজিত পড়েন, সাধারণ সম্পাদক তাপস বাগ, শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ প্রদীপ্ত নন্দী-সহ অন্যান্য দলীয় নেতা ও কর্মীরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আলু চাষের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কায় গোতান অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। এখন সরকারি সাহায্য ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের আশায় রয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত চাষীরা।

জয়পুরে অবৈধ কয়লা পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ২১ নভেম্বর ঃ অবৈধভাবে কয়লা পাচারের অভিযোগে দুটি টোটো সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুরুলিয়ার জয়পুর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম পরেশ বাউরি (৩৭) এবং মধুসূদন মাহাতো (৪০)। পরেশ বাউরির বাড়ি জয়পুর থানার মুকুন্দপুর গ্রামে এবং মধুসূদন মাহাতোর বাড়ি ওই থানারই কামুচাপ গ্রামে। ধৃতদের এদিন (শনিবার) আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের দুদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল অর্থাৎ শুক্রবার রাতে জয়পুর থানার পুলিশ এলাকায় মোবাইল ডিউটি করার সময় রাত্রি নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পাই যে, দুটি টোটোতে করে জয়পুর রেল স্টেশনের দিক থেকে ধাবানি গ্রামের দিকে অবৈধ কয়লা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খবর পেয়েই পুলিশ বাহিনী পুরুলিয়া - রাঁচি রোডে জয়পুর কিষাণ মান্ডির কাছে ওত পেতে থাকে। সন্দেহভাজন টোটো দুটি সেখানে পৌঁছাতেই পুলিশ সেগুলিকে আটকায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে টোটো চালকরা গাড়ি ফেলে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ ধাওয়া করে দুজনকে ধরে ফেলে। তল্লাশি চালিয়ে দুটি টোটো থেকে মোট ২৫ বস্তা স্টিম কয়লা উদ্ধার হয়। প্রতিটি বস্তায় প্রায় ৪০ কেজি করে, অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় ১,০০০ কেজি বা ১০ কুইন্টাল কয়লা ছিল। কয়লার কোনো বৈধ কাগজপত্র বা চালান দেখাতে না পারায় পুলিশ কয়লা সহ টোটো দুটি বাজেয়াপ্ত করে এবং চালকদের গ্রেপ্তার করে। পুলিশি জেরায় ধৃতরা অপরাধ স্বীকার করেছে এবং জানিয়েছে যে, গড়জয়পুরের বাসিন্দা অচিন্ত্য মুখার্জি নামে এক ব্যক্তি ফোনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই কয়লা অবৈধভাবে ধাবানি গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার বরাত দিয়েছিল। ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং মূল অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

সাহিবগঞ্জে ১২ মিটার প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজের গার্ডার স্থাপনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ মালদা ডিভিশনের তৃতীয় ১২ মিটার প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি) হিসেবে সাহিবগঞ্জে এই ১২ মিটার প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজের গার্ডার স্থাপনের কাজটি ২১.১১.২০২৬ তারিখে ৪.৫ ঘণ্টার একটি অনুমোদিত ব্লকের সময়কালে আরএসপি টিম / মালদা দ্বারা সফলভাবে এবং নিরাপদে সম্পন্ন করা হয়েছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের দূরদর্শী নির্দেশনায়, পূর্ব রেল নিরাপত্তার সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্টেশন পরিকাঠামো সুদৃঢ় করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাত ০০.৫৫ ঘটিকা থেকে ভোর ০৫.২৫ ঘটিকা পর্যন্ত ব্লকটি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং অবশেষে ভোর ০৫.৪২ ঘটিকায় তা ক্লিয়ার করা হয়। চতুর্থ গার্ডারটি স্থাপনের পর কাজের চলাকালীন বৃষ্টিপাতের কারণে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ১৭ মিনিট বেশি সময় লাগে। বৃষ্টির কারণে গার্ডারের উপরিভাগ পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের নিরাপদে চলাফেরা করতে অসুবিধা হয় এবং কাজটি সম্পূর্ণ করতে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (আরএসপি) প্রবীণ খুরানা এবং মালদা ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার মনীশ কুমার গুপ্তের নিবিড় তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্বে দলটি আবহাওয়ার এই প্রতিকূলতা সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা করে এবং কর্মীদের নিরাপত্তার সাথে কোনো আপস না করেই কাজটি সম্পন্ন করে। নবনির্মিত এই ফুট ওভার ব্রিজটিতে ০১টি স্প্যান রয়েছে যার সামগ্রিক গার্ডারের দৈর্ঘ্য ৩২.১৮ মিটার এবং এতে মোট ১১টি গার্ডার ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে প্রতিটি গার্ডারের ওজন ৮ মেট্রিক টন। এই ভারী উত্তোলনের কাজটি নিরাপদে সম্পন্ন করার জন্য একটি ২৫০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন রোড ক্রেন মোতায়েন



করা হয়েছিল, যার পাশাপাশি ঘটনাস্থলে স্ট্যান্ডবাই ব্যবস্থা হিসেবে একটি অতিরিক্ত ক্রেন এবং একটি হাইড্রা প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। ব্লক চলাকালীন ৭৭টি ডায়াফ্রামের মধ্যে ২৪ টি স্থাপন করা হয়েছে এবং ৩০টি এলইডি ফ্লাডলাইট ও ২৫ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ডিজি সেটের মাধ্যমে সমগ্র কর্মস্থলটি সুপরিকল্পিতভাবে আলোকিত রাখা হয়েছিল। এই সাফল্যের বিষয়ে বলতে গিয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান যে, কাজের মাঝপথে অপ্রত্যাশিত বৃষ্টি এবং পিচ্ছিল কর্মপরিবেশ সত্ত্বেও মালদা দল ন্যূনতম বিলম্বে সাহিবগঞ্জ এফওবি-র গার্ডার স্থাপনের কাজ নিরাপদে সম্পন্ন করেছে, যাতে যাত্রীদের আরও উন্নত সুবিধা এবং নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা যায়।

পূর্ব রেলের উদ্যোগে বিশেষ সক্ষমতাসম্পন্ন কর্মীদের জন্য সচেতনতা ও শিক্ষামূলক সেমিনারের আয়োজন

কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের দক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ২০ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলের উদ্যোগে বিশেষ সক্ষমতাসম্পন্ন কর্মীদের জন্য একটি সচেতনতামূলক ও শিক্ষামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। রেল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিশেষ সক্ষমতাসম্পন্ন কর্মীদের অধিকার, প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, বিভিন্ন সুবিধা ও দায়িত্ব সম্পর্কে আরও বেশি সচেতনতা গড়ে তোলাই ছিল এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার ডাঃ মহুয়া ভার্মা-সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বক্তা ও রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত



ছিলেন ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম ফর দ্য রাইট অফ দ্য ডিজেবলড -এর যুগ্ম সচিব এবং কলকাতার শ্রুতি ডিজেবিলিটি রাইটস সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা- পরিচালক সম্পা সেনগুপ্ত। পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার ডাঃ মহুয়া ভার্মার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এই উপলক্ষে রেল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিশেষ সক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, বিধি ও নিয়মাবলি সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য হল, বিশেষ সক্ষমতাসম্পন্ন কর্মীদের তাঁদের অধিকার, প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা। উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডাঃ মহুয়া ভার্মা পূর্ব রেলের বিশেষ সক্ষমতাসম্পন্ন কর্মীদের জন্য প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, পরিষেবা ও সহায়তা ব্যবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধা ও প্রযোজ্য বিধান সম্পর্কে সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং কর্মীদের তাঁদের জন্য বরাদ্দ সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার আহ্বান জানান। সেমিনারে সম্পা সেনগুপ্ত বিশেষ সক্ষ

কঠিন সময়ে পাশে ছিলেন গম্ভীর', সিরাজ ফাঁস করলেন পুরনো অভিজ্ঞতা

মুম্বই, ২১ নভেম্বর ঃ মহম্মদ সিরাজকে ভারতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে তোলপাড় ক্রিকেট মহল। কোচ গৌতম গম্ভীরের সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। এমনকী এই বিতর্কে জুড়ে গিয়েছে ধর্মীয় বিভাজনের প্রসঙ্গও। এর মধ্যেই গম্ভীরের পাশে দাঁড়ালেন সরফরাজ খান। অতীতে নিজেও দল থেকে বাদ পড়ে নানা বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন এই ভারতীয় ব্যাটার। তখন ড্রেসিংরুমের খবর ফাঁস করার অভিযোগও উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই কঠিন সময়ে গম্ভীরই ফোন করে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে আশ্বস্ত করেছিলেন বলে জানালেন সরফরাজ। মহম্মদ সিরাজের বাদ পড়া ঘিরে ভারতীয় ক্রিকেটে বিতর্ক ক্রমশ বাড়ছে। ধারাবাহিকভাবে খেলার পরেও কেন তাঁকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সমর্থক থেকে শুরু করে প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। নিশানায় রয়েছেন কোচ গৌতম গম্ভীর এবং টিম ম্যানেজমেন্ট। বিতর্কের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মীয় বৈষম্যের অভিযোগও তুলেছেন। এই পরিস্থিতিতে গম্ভীরের সমর্থনে মুখ খুললেন সরফরাজ খান। তাঁর দাবি, অতীতে নিজে যখন বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন, তখন গম্ভীরই তাঁকে ফোন করে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে রান করেও জাতীয় দলে নিয়মিত জায়গা পাননি সরফরাজ। অথচ টেস্ট কেরিয়ারের প্রথম দিকেই নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছিলেন তিনি। কেরিয়ারের চতুর্থ টেস্টেই করেছিলেন ১৫০ রান। এরপর বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির জন্য অস্ট্রেলিয়া সফরের দলেও জায়গা পেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে খেলার সুযোগ পাননি। এর মধ্যেই তাঁকে ঘিরে শুরু হয় নতুন বিতর্ক। অভিযোগ ওঠে, ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুমের গোপন তথ্য বাইরে ফাঁস করছেন সরফরাজ। সেই অভিযোগের কোনও নিশ্চিত প্রমাণ সামনে না এলেও তাঁকে নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে দল থেকে বাদ পড়েন তিনি। তখনও তাঁর পদবি এবং ধর্মীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। কংগ্রেসের মুখপাত্র শামা মহম্মদ প্রশ্ন তুলেছিলেন, খান পদবি হওয়ার কারণেই কি বারবার উপেক্ষিত হচ্ছেন সরফরাজ? এবার মহম্মদ সিরাজের বাদ পড়ার ঘটনাতেও একই ধরনের অভিযোগ সামনে এসেছে। কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদ সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, সিরাজের নামই কি তাঁর বাদ পড়ার কারণ? তাঁর বক্তব্য, ওর নাম সিরাজ, সেটাই বাদ পড়ার কারণ হিসাবে যথেষ্ট নয় কি? বৈষম্যটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। যদিও এই অভিযোগের কোনও প্রমাণ সামনে আসেনি। এই আবহেই নিজের পুরনো অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন সরফরাজ। তবে গম্ভীরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সঙ্গে একমত নন তিনি। বরং বিতর্কের সময় কোচ যেভাবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তা মনে করিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ব্যাটার। সরফরাজ জানিয়েছেন, সেই সময় পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছিল যে তিনি নিজের ফোন পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। চারদিকে নানা অভিযোগ এবং আলোচনা চলছিল। পরিবারের সদস্যরাও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী কাঁদছিলেন, বাবা ছিলেন অত্যন্ত হতাশ। ঠিক সেই সময় গম্ভীর তাঁকে ফোন করেন। রফরাজের কথায়, আমি ফোন সুইচড অফ করে দিয়েছিলাম। জিজি স্যর (গৌতম গম্ভীর) আমাকে দু'বার ফোন করেছিলেন।

বদলে গেল আইএসএল ডার্বির সময়সূচি, কবে-কখন মাঠে নামবে কলকাতার দুই প্রধান?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ ২৯ নভেম্বর যুবভারতীতে মুখোমুখি মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। চলতি আইএসএলের প্রথম কলকাতা ডার্বি ঘিরে এখন থেকেই উন্মাদনা তুলে। বড় ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা ছিল সন্ধে ৭.৩০ মিনিটে। কিন্তু আ।াই ঘণ্টা এগিয়ে খেলা শুরু হবে বিকেল ৫টায়। কেন এগিয়ে আনা হল সময়? জানা গিয়েছে, ব্রডকাস্টিং সমস্যার কারণে এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ম্যাচ শুরুর সময়। ১০ অক্টোবর শুরু হয়েছে আইএসএল। প্রায় দেড় মাস বক গ।য়িেছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে। ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট শীর্ষে রয়েছে মোহনবাগান। সমসংখ্যক ম্যাচে ১১ পয়েঃট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নর্থইস্ট ইউনাইটেড।



চার ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় বেঙ্গালুরু এফসি। ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে লাল-হলুদ। ২৯ অক্টোবর ডার্বির আগে ২২ তারিখ মোহনবাগান মুখোমুখি হবে চার্চিল ব্রাদার্সের। ডার্বির আগে অবশ্য এসিএল ২-এর ম্যাচে আল হুসেইনের বিরুদ্ধে খেলবে লাল-হলুদ।

ডার্বির আগে চার্চিলের বিরুদ্ধে অগ্নিপরীক্ষা মোহনবাগানের! ফিরছেন গোলমেশিন জেমি

কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ আইএসএলে ডার্বির আগে চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ মোহনবাগানের। চোট সারিয়ে দলে ফিরছেন অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেন। প্রস্তুতি ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে নিজের ফর্মের ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। তবে পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ায় এই ম্যাচে খেলবেন না ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার মিগুয়েল। অন্যদিকে, আপুইয়া সুস্থ হয়ে ওঠায় স্বস্তিতে সবুজ-মেরুন শিবির। প্রশ্ন একটাই, সাফের সর্বোচ্চ গোলদাতা সুহেল ভাট কি এবার নিয়মিত সুযোগ পাবেন? ডার্বির আগে পয়েঃট নষ্ট করার কোনও জায়গা রাখতে চাইছে না মোহনবাগান। আইএসএলে রবিবার চার্চিল ব্রাদার্সের মুখোমুখি হবে সবুজ-মেরুন। বড় ম্যাচের আগে এই ম্যাচকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন কোচ প্যানাজিওটিস দিলেমপেরিস। তবে দলের চোট-আঘাতের সমস্যা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। আপুইয়া সুস্থ হয়ে উঠলেও মিগুয়েলকে নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নন গ্রিক কোচ। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা জেমি ম্যাকলারেনের প্রত্যাবর্তন বাগান শিবিরে বড় স্বস্তি এনে দিয়েছে। মাঝের বিরতিতে মিগুয়েল ও আপুইয়া দু'জনেই সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হয়েছিল। সেই আশার অনেকটাই পূরণ হয়েছে। আপুইয়া ইতিমধ্যেই ফিট হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার মিগুয়েলের ক্ষেত্রে আরও কিছুটা সময় দিতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলেমপেরিস স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, চার্চিলের বিরুদ্ধে খেলছেন না মিগুয়েল। তাঁর কথায়,



চার্চিল ম্যাচে ও খেলবে না। আসলে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছি না। আমার বিশ্বাস আগামী সপ্তাহ থেকে অনুশীলনে ওকে একশো শতাংশ ফিট পাব। অর্থা, আগামী সপ্তাহের মধ্যে মিগুয়েল পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলে প্রথম লেগের ডার্বিতে তাঁর খেলার সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল। তবে মোহনবাগানের কাছে সবচেয়ে বড় ইতিবাচক খবর জেমি ম্যাকলারেনের প্রত্যাবর্তন। দলের আক্রমণভাগের অন্যতম প্রধান অস্ত্র এই অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকার। চোটের কারণে বেশ কয়েকটি ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যায়নি। ফলে গোলের সুযোগ তৈরি করেও সেগুলিকে কাজে লাগাতে সমস্যায় পড়েছে সবুজ-মেরুন। সেই পরিস্থিতিতে জেমির ফিরে আসা মিলেছে প্রস্তুতি ম্যাচে। সেখানে হ্যাটট্রিক করেছেন অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকার। ফলে চার্চিলের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রথম একাদশে দেখা যায় কি না, সেদিকেই নজর সমর্থকদের। দলের চোটের সমস্যা নিয়ে দিলেমপেরিস জানিয়েছেন, ফিফা আন্তর্জাতিক ম্যাচের বিরতি তাঁদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সময়ের মধ্যে একাধিক ফুটবলারকে সুস্থ করে তোলার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা। আপুইয়ার পাশাপাশি দীর্ঘদিন চোট নিয়ে খেলা এরউইনকেও সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়েছে। মিগুয়েলও আগের তুলনায় অনেকটাই ভালো জায়গায় রয়েছেন। ফলে ডার্বির আগে দলের শক্তি বাড়বে বলেই আশাবাদী কোচ। তবে চার্চিল ম্যাচের আগে আরও একটি বিষয় চিন্তায় রাখছে মোহনবাগানকে। স্পেনীয় ডিফেন্ডার আলবার্তো রডরিগেজ ইতিমধ্যেই তিনটি হলুদ কার্ড দেখেছেন। রবিবার আরও একটি হলুদ কার্ড দেখলে ডার্বিতে তাঁকে পাওয়া যাবে না। ফলে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হবে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। যদিও এই বিষয়ে কোনও আগাম পরিকল্পনার কথা জানাতে চাননি দিলেমপেরিস। তাঁর বক্তব্য, এই মুহূর্তে আমার মাথায় শুধুই চার্চিল ম্যাচ। অন্য কোনও ম্যাচ নিয়ে ভাবছি না। অর্থা, ডার্বির কথা মাথায় রেখে চার্চিল ম্যাচে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটতে চাইছেন না তিনি। আলবার্তোকে প্রথম একাদশে রাখার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এদিকে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দুরন্ত পারফরম্যান্সের পর সুহেল ভাটকে নিয়েও আগ্রহ তৈরি হয়েছে সমর্থকদের মধ্যে।

শচীন তেণ্ডুলকরকেও বাদ দিয়ে দিত!' গম্ভীরের ম্যানেজমেন্টকে তুলোধোনা কাইফের

মুম্বই, ২১ নভেম্বর ঃ নিয়মিত পারফর্ম করেও ভারতীয় টেস্ট দল থেকে বাদ মহম্মদ সিরাজ। তাঁকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে তীব্র বিতর্ক ক্রিকেট মহলে। এবার সরাসরি গৌতম গম্ভীরের টিম ম্যানেজমেন্টকে নিশানা করলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ। তাঁর বিস্ফোরক দাবি, এই ম্যানেজমেন্টের হাতে পড়লে বাদ যেতেন ক্রিকেটের কিংবদন্তি শচীন তেণ্ডুলকরও! শুধু সিরাজ নন, কোহলি, রোহিত, অশ্বিন, কুলদীপ থেকে শামি-একাধিক সিনিয়র ক্রিকেটারের প্রসঙ্গ টেনে টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেটে ফের বিতর্কের কেঃেদ্র টিম ম্যানেজমেন্ট। নিয়মিত দলের হয়ে খেলার পরেও মহম্মদ সিরাজকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। বিশেষ করে ইংল্যান্ড সফরে দুরন্ত পারফরম্যান্সের পরেও তাঁকে বসিয়ে দেওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে সমর্থকদের মধ্যে। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের একাংশও এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। এবার সেই বিতর্কে আগুনে ঘি ঢাললেন মহম্মদ কাইফ। সরাসরি কোচ গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বাধীন ম্যানেজমেন্টকে কাঠগড়ায় তুলে তাঁর মন্তব্য, এই দল পরিচালনার ধরন চলতে থাকলে শচীন তেণ্ডুলকরকেও বাদ পড়তে হত! এক সাক্ষাৎকারে কাইফ বলেন, এই ম্যানেজমেঃেটর কাছে ক্রিকেটারদের বাদ দেওয়া যেন খুবই সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু-একটি ম্যাচে খারাপ পারফরম্যান্স করলেই সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলছে তারা। তাঁর কথায়, এই ম্যানেজমেন্টের কাছে বিষয়টা জলভাত হয়ে গিয়েছে। যদি দু-তিনটে ম্যাচ খারাপ খেলো, তাহলে এই অবস্থা হবে। যদি শচীন তেণ্ডুলকর এই দলের অংশ থাকতেন, তাহলে তাঁকেও বাদ দিয়ে দিত। হয়তো দু-একটা ম্যাচ খারাপ খেলেছেন, কিন্তু এই ম্যানেজমেন্ট সেসব দেখত না। কোনও কথা না বলেই তাঁকে বাদ দিয়ে দিত। শুধু শচীন নন, ভারতীয় দলের একাধিক প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেটারের প্রসঙ্গও তুলেছেন কাইফ। তাঁর অভিযোগ, সিনিয়র ক্রিকেটারদের অভিজ্ঞতা কিংবা অতীতের অবদানকে যথেষ্ট



গুরুত্ব দিচ্ছে না বর্তমান টিম ম্যানেজমেন্ট। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন কুলদীপ যাদব, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং সূর্যকুমার যাদবের নাম। পাশাপাশি মহম্মদ শামির প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দাবি, তাঁকে তো দীর্ঘদিন ধরেই দলের পরিকল্পনায় দেখা যাচ্ছে না। কাইফের কথায়, কে সিনিয়র, সেসব নিয়ে মাথাই ঘামায় না ম্যানেজমেন্ট। এই ম্যানেজমেন্ট কুলদীপ যাদব, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদবকে বাদ দিয়েছে। মহম্মদ শামিকে তো আর ডাকেইনি। এরা সিনিয়রদের সম্মান দিতে জানে না। ভাবটা হল, সিনিয়র তো কী হয়েছে? এখন কী করছ? সিরাজের সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটল। তবে সিরাজের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্টে মাত্র চারটি উইকেট পেয়েছিলেন তিনি। সেই পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে তাঁকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। কিন্তু কাইফের যুক্তি, একটি সিরিজের পারফরম্যান্স দিয়ে কোনও ক্রিকেটারের সামগ্রিক যোগ্যতা বিচার করা উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, এশিয়ার মাটিতে বরাবরই রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীঃদ্র জাদেজা উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শ্রীলঙ্কার সিরিজেও জাদেজা এবং মানব সুতার বেশি বল করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তাই শুধুমাত্র উইকেটের সংখ্যার ভিত্তিতে সিরাজের পারফরম্যান্স বিচার করা ঠিক নয় বলেই মনে করছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার। বিশেষ করে ইংল্যান্ড সফরে সিরাজের পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া। জসপ্রীত বুমরাহ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং হর্ষিত রানার মতো পেসাররা চোট বা অন্য কারণে সমস্যায় পড়লেও সিরাজ নিয়মিত দলের হয়ে খেলেছেন। ধারাবাহিকভাবে বোলিং করে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এমনকী দীর্ঘদিনের ব্যস্ত সূচির মধ্যেও তাঁকে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে বিশ্রাম নিতে হয়নি। এরপর নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম ম্যাচে তাঁকে আচমকাই বসিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর পরিবর্তে সুযোগ পান অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ পেসাররা। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন সমর্থক ও প্রাক্তন ক্রিকেটারদের একাংশ।

সিরাজকে বাদ দেওয়ার পিছনে টিম ম্যানেজমেন্টের যুক্তি কী, তা নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে। তবে কাইফের বক্তব্যে স্পষ্ট, তাঁর আপত্তি শুধু একজন ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়া নিয়ে নয়, বরং দলের সিনিয়র ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের মূল্যায়নের পদ্ধতি নিয়েও। ভারতীয় ক্রিকেটে ধারাবাহিকতা ও অভিজ্ঞতার গুরুত্ব কতটা, সেই প্রশ্নই নতুন করে সামনে এনে দিল সিরাজের বাদ পড়া।

স্যান্ডপেপার বিতর্কেও কামিন্সে আস্থা অস্ট্রেলিয়ার

২১ নভেম্বর ঃ শুরুটা করেছিলেন উসমান খোয়াজা। তারপর ডেভিড ওয়ার্নার থেকে ক্যামেরন ব্যানক্রফট, মিচেল স্টার্ক থেকে প্যাট কামিন্স- ঘটনার পক্ষে-বিপক্ষে অনেক মতামত শোনা গিয়েছে। কিন্তু 'স্যান্ডপেপার গেট'-এর অন্যতম চরিত্র, স্টিভ স্মিথ, এখনও অদ্ভুতভাবে নীরব। আর তকালীন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক যাতে নীরবই থাকতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেও যেন পদক্ষেপ করা হচ্ছে। শুক্রবার যেমন। নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে শেফিল্ড শিল্ডে নামার আগে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুশীলনে নেমেছিলেন স্মিথ। তাঁর ধারেকাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি কোনও সাংবাদিককে। এমনকী প্রাক্তন অধিনায়ক স্টেডিয়াম ছাড়েন পিছনের দরজা দিয়ে। তবে বেশিদিন আড়ালে থাকার সুযোগ পাবেন না স্মিথ। শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ খেলবেন। ৯ ডিসেম্বর থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও নামবেন। তখন সাংবাদিকদের সামনে আসতে হতে পারে প্রাক্তন অধিনায়ককে। অবশ্য বর্তমান অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে তো আসতেই হবে সাংবাদিক সম্মেলনে। ব্যানক্রফট বোমা ফাটানোর আগেই ' গেট' নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন তিনি। যেখানে কার্যত খোয়াজাকে মিথ্যেবাদী বলে দিয়েছেন কামিন্স। সঙ্গে জানিয়েছেন, এই ইস্যুতে আর কথা বলবলেন না তিনি।

নার্ভাস নাইন্টিজে স্বপ্নভঙ্গ গিলের, শেষবেলায় পন্থের ঝোড়ো ব্যাটিং! কিউয়িদের টপকে চালকের আসনে ভারত, রাহুলের দুরন্ত শতরান

২১ নভেম্বর ঃ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে জমে উঠেছে ভারতের লড়াই। কিউয়িদের প্রথম ইনিংসের ৩৬৮ রানের জবাবে তৃতীয় দিনের শেষে ভারতের সংগ্রহ ৪ উইকেটে ৪৮৬। দুরন্ত শতরান করে দলকে এগিয়ে দিলেন কেএল রাহুল। মাত্র ২ রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেন অধিনায়ক শুভমান গিল। শেষবেলায় ঋষভ পন্থের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে আরও শক্তিশালী জায়গায় ভারত। দিনের শেষে ১১৮ রানের লিড টিম ইন্ডিয়ার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে চালকের আসনে ভারত। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে কিউয়িদের প্রথম ইনিংসের ৩৬৮ রানের জবাবে ভারতের স্কোর ৪ উইকেটে ৪৮৬। অর্থা ইতিমধ্যেই ১১৮ রানের লিড তুলে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ব্যাট হাতে দুরন্ত শতরান করেছেন কেএল রাহুল। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছেন শুভমান গিল। যদিও সেঞ্চুরি থেকে মাত্র ২ রান দূরে থামতে হয়েছে ভারত অধিনায়ককে। অন্যদিকে, শেষবেলায় নিজের পরিচিত আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাট করতে নেমে কিউয়ি বোলারদের চাপে ফেলেছেন ঋষভ পন্থ। তৃতীয় দিনের শুরুতে ভারতের স্কোর ছিল ১ উইকেটে ১৫৯। দ্বিতীয় দিনের শেষদিকে ভালো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল ভারতীয় ব্যাটিং। সেই জায়গা থেকেই ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেন রাহুল ও গিল। শুরু থেকেই ধৈর্য ধরে ব্যাট করছিলেন দুই ব্যাটার। তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রানের গতিও বাড়াতে থাকেন তাঁরা। এর মধ্যেই দুরন্ত ব্যাটিং করে নিজের শতরান পূর্ণ করেন কেএল রাহুল। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টেস্টে শতরান করা চতুর্থ ভারতীয় ওপেনার হিসেবে নজির গড়েন তিনি। তাঁর ইনিংসে ভর করেই বড় রানের দিকে এগিয়ে যায় ভারত। শেষ পর্যন্ত ১৩৬ রান করে আউট হন রাহুল। ২৯০ রানের মাথায় তাঁর উইকেট হারায় টিম ইন্ডিয়া। তবে ততক্ষণে দলের ভিত অনেকটাই মজবুত করে দিয়েছেন তিনি। এর আগে দেবদত্ত পাড়িক্কলও ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যদিও শতরানের কাছাকাছি পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত ৮০ রানে থামতে হয় তাঁকে। রাহুলের সঙ্গে তাঁর জুটি ভারতকে ম্যাচে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এরপর ইনিংসের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন অধিনায়ক শুভমান গিল। একদিকে উইকেট ধরে রাখা, অন্যদিকে প্রয়োজনীয় রান তোলা-দুই কাজই দক্ষতার সঙ্গে করছিলেন তিনি। পন্থকে সঙ্গে নিয়ে বড় লিডের দিকে এগোচ্ছিলেন গিল। তাঁর ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল, এদিন আরও একটি ভারতীয় শতরান দেখতে চলেছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

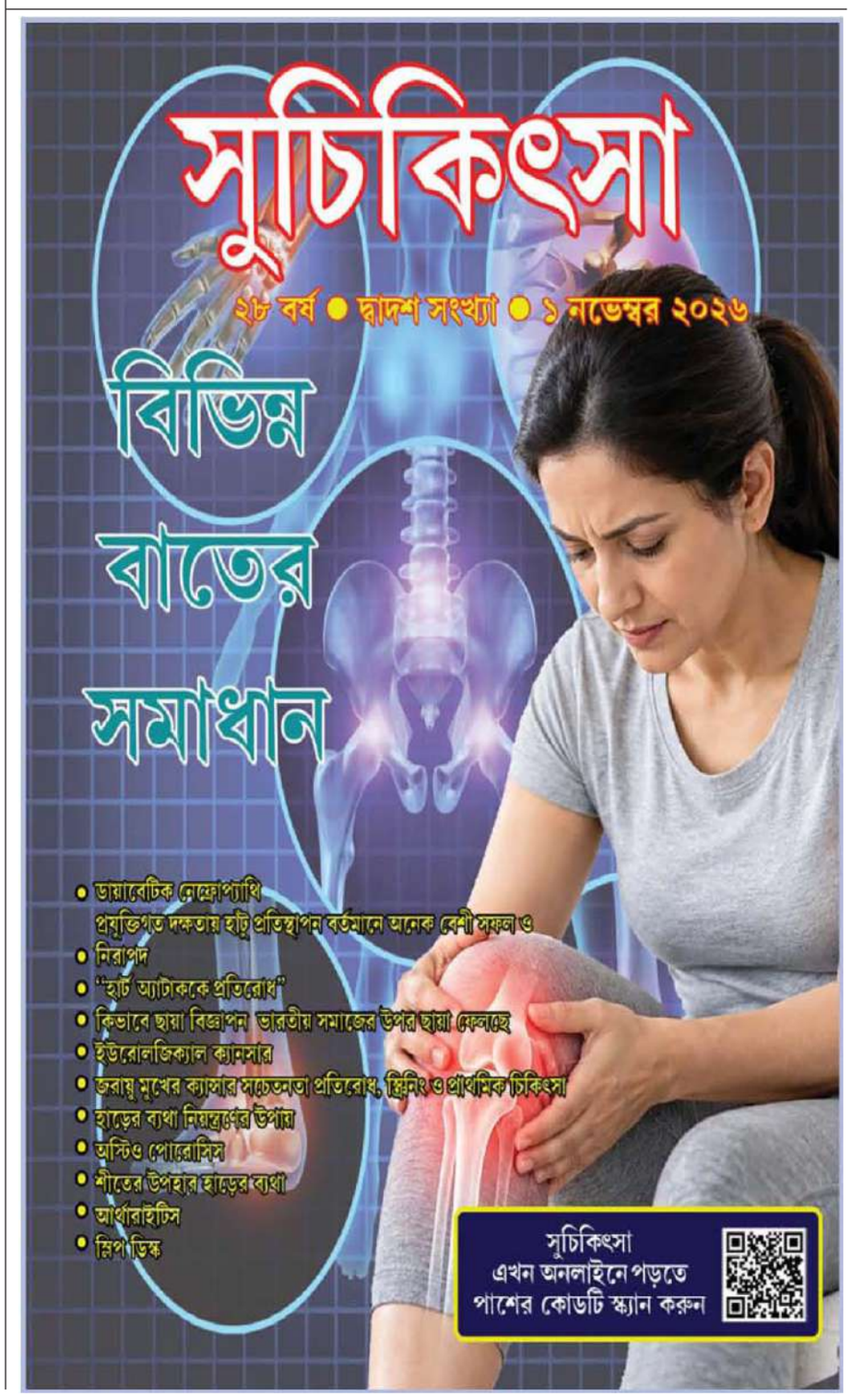
কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্ন পূরণ হল না। ৯০-এর ঘরে পৌঁছনোর পর কিছুটা ধীর হয়ে যায় গিলের ব্যাটিং। সেঞ্চুরি থেকে মাত্র ২ রান দূরে থাকতেই জ্যাকব ডাফির বলে আউট হন তিনি। ব্যাট ও প্যাডে লেগে বল সরাসরি স্টাম্পে আঘাত করে। ৯৮ রানে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয় ভারত অধিনায়ককে।

মেসির পর এবার কি হায়দরাবাদে রোনাল্ডো?

মুম্বই, ২১ নভেম্বর ঃ ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে লিওনেল মেসির ভারত সফর ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল। এবার কি ভারতের মাটিতে দেখা যাবে আর এক মহাতারকাকে? তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির উদ্যোগে হায়দরাবাদে আসতে পারেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো! ইতিমধ্যেই পর্তুগিজ মহাতারকাকে আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে কবে ভারতে আসবেন সিআর৭, তা এখনও নিশ্চিত নয়। মেসির পর এবার কি রোনাল্ডো? ফুটবল দুনিয়ার দুই মহাতারকাকে ঘিরে ভারতীয় সমর্থকদের উন্মাদনা বরাবরই তুঙ্গে। গত বছর ডিসেম্বর মাসে লিওনেল মেসির ভারত সফর সেই উন্মাদনাকে আরও একধাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কলকাতা, হায়দরাবাদ-সহ একাধিক জায়গায় মেসিকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল উৎসবের আবহ। এবার সেই তালিকায় কি যুক্ত হতে চলেছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর নাম? পর্তুগিজ কিংবদন্তিকে ভারতে, বিশেষ করে হায়দরাবাদে আনার উদ্যোগ শুরু করেছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। একটি অনুষ্ঠানে নিজেই সেই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি। তবে এখনও পর্যন্ত রোনাল্ডোর ভারত সফর নিয়ে কোনও চূড়ান্ত ঘোষণা হয়নি। কবে তিনি হায়দরাবাদে আসতে পারেন, সেই বিষয়েও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানাননি মুখ্যমন্ত্রী। ফলে আপাতত বিষয়টি পরিকল্পনার স্তরেই রয়েছে। কিন্তু রেবন্ত রেড্ডির এই মন্তব্য সামনে আসতেই নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে ফুটবল মহলে। উল্লেখ্য, গত বছর ডিসেম্বর মাসে 'ট্যুর'-এর অংশ হিসেবে ভারতে এসেছিলেন লিওনেল মেসি। তাঁর সফর ঘিরে গোটা দেশে তৈরি হয়েছিল প্রবল উন্মাদনা। কলকাতায়



মেসিকে দেখতে গিয়ে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ উঠেছিল। তবে হায়দরাবাদে তুলনামূলকভাবে পরিকল্পিত আয়োজন হয়েছিল। সেখানে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে ফুটবল খেলতেও দেখা গিয়েছিল আর্জেন্টিনার অধিনায়ককে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকেও নিজের জার্সি উপহার দিয়েছিলেন মেসি। রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আলো-আঁধারির আবহে ফুটবল নিয়ে নানা কসরত দেখান তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আর্জেন্টিনার সতীর্থ রদ্রিগো ডি পল এবং লুইস সুয়ারেজের মতো তারকারাও। কলকাতার অনুষ্ঠানের তুলনায় হায়দরাবাদের আয়োজন অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত ছিল বলে আলোচনা হয়েছিল। এবার সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চান রেবন্ত রেড্ডি। মেসির পর রোনাল্ডোকেও হায়দরাবাদে নিয়ে আসতে পারলে তা নিঃসন্দেহে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে বড় আকর্ষণ হয়ে উঠবে। বিশেষ করে আগামী ডিসেম্বরে তেলেঙ্গানায় ' ইন্ডিয়া' গেমস আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। সেই আয়োজনের আগেই রোনাল্ডোকে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে নিজের ফুটবল-প্রীতির কথাও জানিয়েছেন রেবন্ত। তিনি বলেন, মেসি তাঁর প্রিয় ফুটবলার। তবে ছোটবেলায় তাঁর পছঃেদর খেলোয়াড় ছিলেন আর্জেন্টিনার আর এক কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনা। অর্থা ফুটবলের প্রতি তাঁর আগ্রহ দীর্ঘদিনের। এবার সেই আগ্রহ থেকেই রোনাল্ডোকে ভারতে আনার পরিকল্পনা কতটা বাস্তবায়িত হয়, সেটাই দেখার। অন্যদিকে, রোনাল্ডোর কেরিয়ারেও এখন গুরুত্বপূর্ণ সময় চলছে। পর্তুগালের জাতীয় দলের হয়ে দীর্ঘদিন খেলার পর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তবে জাতীয় দলের জার্সি ছাড়লেও ক্লাব ফুটবলে এখনও নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে চলেছেন ৪০ পেরনো এই মহাতারকা।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর

Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar